প্রথম ভাগ।

শ্রীযাদবানন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত

ও প্রকাশিত।

দুর্লভা সদৃশী-ভার্য্যা——

চাণক্য।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং, বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮০ সাল।

বীর-সুন্দরী।

প্রথম ভাগ।

শ্রীযাদবানন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত
ও প্রকাশিত।

"———
দুর্লভা সদৃশা-ভার্য্যা———
চাণক্য।
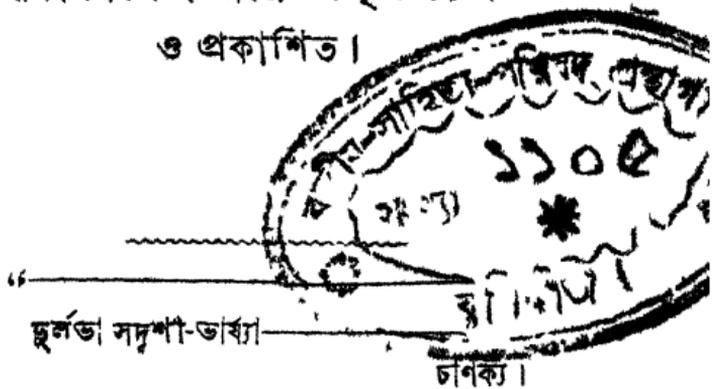
কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং, বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮০ সাল।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু জগদিন্দ্রনারায়ণ

রায় চৌধুরী মহাশয়

শ্রীশ্রীপাদ-পদ্মেষু।

সাষ্টাঙ্গ প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদনম্।

আর্য্য! আপনি স্বকীয় মহানুভাবকতা-গুণে এই অধীনকে যাদৃশ নিষ্কামস্নেহ ও দেশীয় কাব্যাদি-অনুশীলনে যেরূপ অমায়িক উপদেশ করিয়া থাকেন, কেবল তাহাই স্মরণ করিয়া "বীরসুন্দরীকে" আপনার শ্রীপাদ-পদ্মে উৎসর্গ করিলাম। আশা করি, এই অকিঞ্চিৎকর উপহার মহাশয়ের বিবিধ কাব্যামোদি মনের তৃপ্তি-সাধনে অসমর্থ হইলেও স্বাভাবিক সমানুরাগতায় কখনই উপেক্ষিত হইবে না। কিমধিকমিতি।

রামনগর, রাজসাহী।
নব্য নিবাস মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১২৭৯। ২৫ শে ফাল্গুন।

সেবক
শ্রীযাদবানন্দ রায়।

শুদ্ধি-পত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
স্থূর্পনখা	সূর্পণখা	৩২	৫
এমত্তি	এমতি	৭৩	১৮
ন	না	১০১	১৮
কেরব	ফেরব	১০৯	১২
কোমল্	কোশল	১১৪	১২
শুকালে	শুকানে	১২২	৬
তখন	অমনি	১৬৬	৩

স্তোত্র।

(১)

দয়ার সাগরী তুমি ভারতি।
দীন-হীন আমি বিমূঢ়-মতি।

(২)

তুমি মা বরদা সারদা-সতি!
দীন-হীন আমি বিমূঢ়-মতি।

(৩)

দুখ-তমে তুমি সুচারু-মতি!
দীন-হীন আমি বিমূঢ়-মতি।

(৪)

ধীর-চিতে তব চির-বসতি,
দীন-হীন আমি বিমূঢ়-মতি।

(৫)

তুমি মা যশোদা করুণবতি!
দীন-হীন আমি বিমূঢ়-মতি।

(৬)

দীন দয়াবতী তুমি মা সতি!
দীন-হীন আমি বিমূঢ়-মতি।

(৭)

কবি-মাতা তুমি কবির-গতি!
দীন-হীন আমি বিমূঢ়-মতি।

(৮)

উর দেবি পদে করি মিনতি,
দীন-হীন আমি বিমূঢ়-মতি।

বীর-সুন্দরী।

প্রথম-সর্গ।
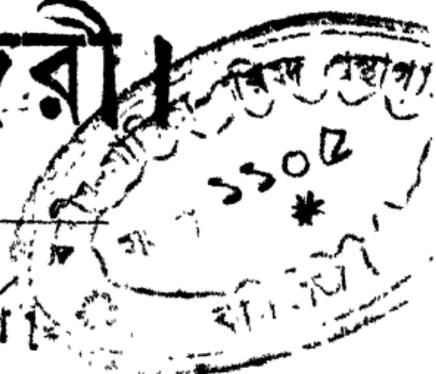
দ্বৈত-বনে অবস্থান কালে পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ
যুধিষ্ঠির-প্রতি দ্রৌপদীর উক্তি।

পাণ্ডব-হৃদয়-সর-কমলিনী,
(রোদন-শিশিরে বদন ভাসে!)
অদৃষ্টের ফলে বন-ভিখারিণী,
কহেন প্রধান পতির পাশে। ১।

আ মরি কি কথা সুধার লহরী!
জুড়াইল যুবজানির কাণ,
গুঞ্জরিয়া যেন প্রেমের ভ্রমরী
তুষিল অলির আকুল প্রাণ! ২।

(নবীন-নগর-নন্দন-কাননে
পৌরব-পালিতা-কুসুম-কলি,
হায় রে, বিধাতা দারুণ পবনে
বিপিন-ভূতলে নিপাত গলি!) ৩।

মধুর বাঁশরী অমিয়া লহরী
যে রূপ তোষে রে অখিল জনে,
তথা সতী অতি মঞ্জু রব ধরি,
রঞ্জিলেন পঞ্চ জীবন-ধনে। ৪।

কহিলেন সতী, "ওহে জীবিতেশ!
তুমি না ভূপতি-ভূষণ-সম?
কিন্তু এবে তব ভিখারীর বেশ
নিরখি বিদরে পরাণ মম। ৫।

"শাসিয়া অবনী সাগর-বসনা,
তুষিয়া সাদরে অধীন-গণে,
ছিলে কত সুখে! সকল রসনা
গাইত সুযশ মধুর স্বনে! ৬।

"কত শত নৃপ ভেটিত যাঁহারে
বহু বিধ রত্ন ধরিয়া করে
হায় রে! কি তাপ, এখন তাঁহারে
ফলে ঋষি-দল তুষিত করে! ৭।

"যাঁর জয়-রবে নিখিল ভুবন
নিনাদিত আগে ধরম বলে
দীন বেশে সেই পশিল কানন,
ডুবিল দিনেশ জলধি-জলে। ৮।

"দুগ্ধ ফেননিভ কোমল শয়নে,
যে জন যামিনী যাপিত সুখে;
ধরাশায়ী তাঁরে নিরখি নয়নে,
বিদরে পরাণ বিষম দুখে। ৯।

"নবারুণ-দূতী ঊষার উদয়ে
জাগাইত যাঁরে বন্দীর গান,
এখন কাননে তার বিনিময়ে
দ্বিজ-কুল করে চেতনা দান। ১০।

"আগে যাঁর শিরে রাজছত্রধর
ধরিত যতনে রতন-ছাতা,
এখন বিপিন-বিটপি-নিকর
শাখায় রেখেছে ঢাকিয়া মাথা। ১১।

"রথ, গজ, বাজী, পদাতি যাঁহার
নিয়ত গমন অপেখি ছিল,
বিজনে সে জন বিরাগ-আকার,
বল বীর্য্য তাঁর জলে কি দিল? ১২।

"সৌভাগ্যের চূড়া অরাতি-কৌশলে
যদিও একদা ভেঙেছে, নাথ!
নবোন্নতি তবু সাধ যদি বলে,
কে পারে যুঝিতে তোমার সাথ? ১৩।

"এক ভ্রাতা তব করিলে বাসনা
স্বরগ-অমিয়া আনিতে পারে।
কেন যে কাহারে কিছুই বলনা,
এভাব ললনা বুঝিতে নারে। ১৪।

"শূরোচিত কাজে কি হেতু বিরত
পাণ্ডব-খাণ্ডব-দাহক-আদি ?
বিনা আজ্ঞা সুধু তব ভ্রাতা যত
অশক্ত অধুনা বধিতে বাদী। ১৫।

"জীবিত বিবাদি-বদন আবার
নেহারিতে যেন না হয় মম,
ধরেছ যেমন ভুজ আপনার,
কর কার্য্য সেই ভুজের সম। ১৬।

"কুমতি-কৌরব দুঃশাসন বীর
নামের সমান স্বভাব যার,
যতেক যাতনা দিয়াছে, সুধীর! ১৭।
প্রতীকার আশু করহে তার!

"কোন্ নারী কবে কহ, জীবনেশ!
অরাতি-পীড়িতা পতির পাশে ?
ধরিলে তখন ধরমের বেশ,
করমের বশে কুমতি আসে। ১৮।

"কতবার ভীম ভীষণ-মূরতি,
রোষান্বিত, মত্ত মাতঙ্গ মত,
উঠিয়া, বসিয়া, বিচলিত মতি,
ইঙ্গিতে চাহিল তোমার মত। ১৯।

"নত-শির হয়ে নবীন বিরাগে
না দিলে তাহাতে উত্তর কিছু।
জিনি বাহু-বলে ধরাতল আগে,
বিপিন-পোষিত হইলে পিছু। ২০।

"শূরেশ-কেশরী সুশিক্ষিত তায়,
দ্রোণের গুণের গঠন সম,
তবে কেন, নাথ, বৃথা ভাবনায়
মলিন-আননে কাননে ভ্রম? ২১।

"ধনদা-কমলা তোষে সদা শূরে,
সুরাঙ্গনা যথা সুরের মন—
ভীরু জনে মরি পরিহরে দূরে
দেব-বালা যথা মনুজগণ। ২২।

"ভাবি দেখ মনে, বিজ্ঞান-সাগর!
কত সুখে কাল করিতে লয়।
সে সুখ-সিন্ধুর বিন্দু অগোচর,
তবু তব চিত্ত অসুখী নয়? ২৩।

"আত্মদোষ, প্রভু, করিলে শ্রবণ,
পীয় দুখ-বিষ শূলীর মত,
তব এ বিরাগে ভ্রাতা চারিজন
দারুণ চিন্তায় হ'ল হত? ২৪।

"তেজীয়ান তারা সমর-চতুর,
কেন সবে সবে বিপিন-দুখ?
প্রেরি অরি-কুল রবি-সুত-পুর,
খুলিবে দশের যশের মুখ। ২৫।

"করহ আদেশ ভীম ধনঞ্জয়ে,
এখনি সম্মুখ সমরে ধাবে
নাশি চিররিপু কৌরব-নিচয়ে,
মুহূর্ত্তে মহীর প্রভুত্ব পাবে। ২৬।

"জয়-বিহঙ্গম করিতে ধারণ,
দেবন-বাগুরা পসারি হায়!
ধন মান রাজ্য করিলে হে পণ,
শেষে সব লয়ে জড়িত তায়! ২৭।

"তুমি বনে তব রিপু রাজ্য-পতি,
বিধির বিচার বুঝিতে নারি,
ভেক-পদাঘাতে পদ্মের দুর্গতি!
প্রভাকর-প্রভা না হয় তারি। ২৮।

"ফণি-শিরে নাচি মণ্ডূক কুমতি
ছলেতে হরিল মাথার মণি!
হায় রে, স্মরিতে সে সব ভারতী,
বিদরে পরাণ প্রমাদ গণি। ২৯।

"বিবাসি বাসবে দানব সকল
ত্রিদিব-আসন লইল বলে,
আনন-আহার কাড়ি ফেরু-দল
ফেলাইল গজে অজের তলে! ৩০।

"হেন বিপরীত-ফল-ভোগি-জন
যাহার বল্লভ গুণের নিধি,
তাহার যে কত মনের বেদন,
জানে সুধু সেই দারুণ বিধি! ৩১।

"তুমিও জাগিয়া নিদ্রালু মতন,
শান্তির-শয়নে নয়ন ঘোর!
না জানি এ মোহ ভাঙ্গিবে কথন,
কবে হবে দুখ-রজনী ভোর! ৩২।

"কখন সুমতি উদিবে তোমার?
বিপক্ষ-নিপাতে হইবে রত।
দেখি চোকে হত রিপু দুরাচার,
হইবে চিত্তের বিষাদ গত। ৩৩।

"পিতা মহারথ, পতি গুণবান,
'সতী-কুন্তী-সুত' বিখ্যাত নাম,
কেন আমি বনে দীনার সমান ?
কি দোষে রে বিধি হইলি বাম! ৩৪।

"যতন-বিহীন ধার্ম্মিক প্রবর!
বিলাস-বাসনা ছাড়িলে যত।
এবে ছাড় তব অনুজ-নিকর
দুখের তামসী হইবে গত। ৩৫।

"বন-ফল-মূলে ভীমের উদর
পূরে না, সদা সে ক্ষুধায় জ্বলে!
রোষ-বিষে তার তনু জর জর,
কি করে তিতিছে আঁখির জলে। ৩৬।

"হেরিয়া পার্থের মলিন-বদন
ধৈরয ধরিতে পারে না দাসী।
নিতেজ নকুলে করি বিলোকন,
অকূল-শোকের সাগরে ভাসি। ৩৭।

"সহদেব যেন আর এক জন,
নাহি সে শরীরে রূপের ভাতি!
কায়া-হীন যেন ছায়ার মতন,
বিপিনে বিচরে দিবস-রাতি। ৩৮।

" আমিও কাননে তপস্বিনী-সম,
পঞ্চ-পতি বহু-গুণীর কাছে,
সহিলাম কত দুর্গতি বিষম,
আর বা কতই কপালে আছে! ৩৯।

" স্বীয় বাহু-বল সমর-প্রাঙ্গণে :
দেখাইতে যদি কখন পার,
পারিবে বসিতে রাজ-সিংহাসনে
মোচিত হইবে সুখের দ্বার। ৪০।

" বৈর-প্রতীকার করিয়া ত্বরায়,
জয়ের নিনাদে ভুবন ভর।
অধিকার স্থাপি বিপুল ধরায়,
অতুল আনন্দে সময় হর। ৪১।

" যদিও এখন বহু সমাদরে,
সেবিছ সতত অতিথি কত ;
তথাপি সে কাজ রাজ্য-লাভ-পরে,
করিতে পারিবে মনের মত। ৪২।

" যত ধন ছিল তোমার ভাণ্ডারে,
অত কোথা কবে কাহার হয়?
কোটি করে যদি বিতরিতে তারে,
তবু না হইত তাহার লয়। ৪৩।

" হইয়া, উদার-প্রকৃতি রাজন!
যদি না তাহার শকতি রয়,
ভকতির গুণে কি হবে তখন,
ধন বিনা কোথা ধরম হয়? ৪৪।

" দানের কামনা কেমনে তোমার
পূরিবে বনজ পদার্থ-দানে?
অধিকার করি নিখিল ধরার,
যশের কীর্ত্তন শুনহ কাণে। ৪৫।

" চির ঘনাবৃত-প্রভাকর প্রায়,
কতকাল রবে গহন-বাসে?
বুঝিতে না পারি কোন্ সুবিধায়,
কবে হবে রত কৌরব-নাশে? ৪৬।

" কবে, হায়, মম বিগলিত কেশ
কৌরব-শোণিতে ধুইয়া সুখে,
ত্যজিব এ ছার সন্ন্যাসিনী-বেশ?
পূরিব আনন্দে দূরিব দুখে। ৪৭।

" কবে ভীম ভীম গদার প্রহারে,
অরি-গুরু-উরু করিবে চূর?
অপমান-কালী রুধির-আসারে
ধুইয়া করিবে সন্তাপ দূর। ৪৮।

"কবে সুখে মাতা কুন্তীর চরণ
(হায় রে, ললাটে আছে কি লেখা!)
বন্দিয়া করিব সফল জীবন?
কহ কবে হবে সে পদ দেখা? ৪৯।

"কবে তুমি, দেব, দেবেন্দ্র-সমান,
বসিয়া সভার শোভন হবে?
হাট, ঘাট, বাট, কানন, উদ্যান
পূরিবে কেবল পুলক- রবে। ৫০।

"করি আলোচন তোমার চরিত,
বুঝিলাম বৃথা বাসনা যত।
বারেক যে তারা ভুমে নিপতিত,
আর কি সে হয় গগন-গত? ৫১।

"কুলের ঝিয়ারী আমি কুল-নারী,
দাঁড়াইতে নারি সমর-ধামে।
নতুবা কামনা অরি-দলে মারি,
সফলি বীরেশ-বনিতা-নামে। ৫২।

"গুণবান পঞ্চ পতির সদন,
অবলা-জনের কি কাজ রণে?
তব শিথিলতা করি দরশন
দাসীর এভাব উথলে মনে। ৫৩।

"কি কাজ বিলম্বে, সাজ মহারাজ?
কুশলে কলহে ধনুক ধর,
বাখানুক শিক্ষা শূরের সমাজ,
দাসীর বাসনা পূরণ কর। ৫৪।

"তোমার বিগত সুখের বারতা
স্মৃতি-সতী সদা শুনায় কাণে।
চিন্তার চরণ-সেবনে নিরতা
আছি, নাথ, আর বাঁচিনা প্রাণে। ৫৫।

"ভাবিতে ভাবিতে বিগত নিশায়
উপজিল মর্ম্মে দারুণ ব্যথা!
চুপে নিবারিয়া অশ্রু-বারি, হায়,
কহি নাই কোন দুখের কথা! ৫৬।

"মহা-মতি তুমি জ্ঞানের সাগর,
নিজ শুভাশুভ বুঝিতে পার।
নিজেই বিপক্ষ আশু অনুসর,
বুঝাবে তোমারে নারী কি আর? ৫৭।

"সুধু আকুলিয়া ব্যথার কথায়,
নাথের অন্তরে অসুখ দিব,
তাই ভাবি থাকি মনের পীড়ায়,
কত দুখ। জানে কেশব শিব। ৫৮।

"গত নিশা-যোগে ভাবনা-পীড়নে,
অধীর হইল পরাণ অতি।
শেষ-ভাগে নিদ্রা আসিয়া নয়নে,
অবশ করিল আমার মতি! ৫৯।

"ডুবিলাম সুখে স্বপন-সলিলে,
হেরিলাম এক অপূর্ব্ব ঠাম!
অনঙ্গ-মোহিনী পটে আঁকাইলে
হবেনা সেরূপ রূপের ধাম। ৬০।

"ঝলসিল আঁখি অঙ্গের প্রভায়!
কহিল রঙ্গিণী সহাস-মুখে;—
'কেন গো, মুদিতা নলিনীর প্রায়
কি হেতু মলিনা মনের দুখে? ৬১।

"'সুবচনী আমি মায়ার কিঙ্করী,
বেড়াই সতত জগত-হিতে।
অধৈরয তব বিলোকন করি,
আসিলাম তোমা সান্ত্বনা দিতে। ৬২।

"'সুযোধন পাপী কলুষে মাতিয়া,
দিয়াছে তোমারে যাতনা যত।
কিছু কাল রহ ধৈরয ধরিয়া,
দেখিবে তাহার কু-দশা কত। ৬৩।

" 'আবার সনাথ সুখের ভবনে
পশিয়া, পূর্ব্বের প্রতাপ পাবে।
কৌরব-সকল ললাট-লেখনে,
একে একে যম-ভবনে যাবে।' ৬৪।

" 'ভাবি ঘটনার বিকট প্রাঙ্গণ
নেহারিতে চাহ নিকটে যদি,
দেখ তাহা তবে করি আনয়ন,
বিস্তারি তোমার বিস্ময়-নদী ?' ৬৫।

" এতেক বলিয়া দাসীর নয়নে
ছুইলা কোমল অঙ্গুলি দিয়া,
চমকিল আঁখি অদ্ভূত-দর্শনে,
মোহিত হইল হৃদুল হিয়া ! ৬৬।

"দেখিলাম এক সমর-প্রাঙ্গণে
হয়, হস্তী, রথ, পদাতি যত।
অবনী-ভূষণ বীর-মণি-গণে
একত্রে ! সে ঘটা কহিব কত ! ৬৭।

" তূরী, ভেরী, ঢাক, বাঁশীর-বাদনে
বধির হইল শ্রবণ মম।
নিনাদিল কম্বু অম্বুর স্বননে,
শম্ভুর ডম্বুর না হবে সম। ৬৮।

"দুই ধারে যত সৈনিক-নিকরে,
দাঁড়াইয়া আছে সমর-সাজে!
শেল, শূল, ঝাঁঠা, মুষল, মুদ্গারে
ধরি হাতে রত নিধন-কাজে। ৬৯।

"এক দল-পতি তুমি, মহাশয়,
রথের উপরে শোভিছ যেন।
অন্যদিকে পাপী কৌরব নিদয়
ভীম-বেশে সাজে সবল-সেন। ৭০।

"দ্বিগুণিত বলে অরাতি-সকল
আবৃত, গরজে ভীষণ-রবে!
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ আদি মহাবল,
রিপুরূপে রণে পশেছে সবে। ৭১।

"বাসুদেব, যাঁর বিচিত্র শকতি!
শিশুপাল প্রাণ নাশিল হেলে!
পৌরবের বুঝি দূরিতে দুর্গতি,
দেখিলাম তাঁরে তোমার মেলে। ৭২।

"সূত-বেশে বসি ফাল্গুনির রথে,
হাসি হৈম-কশা ধরিয়া করে,
ভ্রমেন উল্লাসে সমরের পথে,
অমর যেমন বিমানে চরে। ৭৩।

"সে সংগ্রাম-ধূম করি বিলোকন,
শিহরিল ভয়ে শরীর মম!
রহিলাম ক্ষণ মুদিয়া নয়ন,
হত-মতি যেন জড়ের সম! ৭৪।

"খুলি আঁখিযুগ দেখিলাম তব
পিতামহ যুঝে অর্জ্জুন-সনে!
ধরি ঘোর-ধনু ঘোরতর রব,
বরষে বিশিখ সরোষ মনে! ৭৫।

"রণ-রীতে ভুলি ভকতি-বচন,
(সে শূর যেমন স্নেহের কথা,)
তবানুজ করে বাণ বরিষণ,
তারক-উপরে সেনানী যথা। ৭৬।

"বহু যোধে ক্রোধে মারিয়া পলকে,
পুলকে ছাড়িয়া হাতের ধনু,
আপন ইচ্ছায় অরির শায়কে,
পিতামহ তব ত্যজিল তনু। ৭৭।

"পরে দ্রোণ-ধীর পশিল সমরে,
রুষিল সতেজ ভুজঙ্গ মত,
খণ্ড খণ্ড করি গাণ্ডীবীর শরে,
তব সৈন্য কত করিল হত। ৭৮।

"দেখিলাম সেও বিধির বিধানে,
তূণীরে থাকিতে প্রচুর শর,
রণ-মুখে দিল আপন পরাণে!
কাঁদিল কুরবে কৌরব-বর! ৭৯।

"পুন এক বীর বিকট মূরতি,
দ্বি-যাম-তপন কোপন যথা!
গরজি যেমন বনে পশু-পতি,
প্রাণ-পণি যেন পশিল তথা! ৮০।

"বচনে বিবাদি সারথির সনে,
লোচনে উজলে অনল-কণা!
আশু করে খর শর বরিষণে,
অরি-কুলে করে সভয়-মনা। ৮১।

"তবানুজ, আহা, সমর-কুশল,
সে বাণ বিফল মুহূর্ত্তে করি,
(কৌরব-কুরঙ্গে যেন দাবানল!)
যুঝিতে লাগিল ধনুক ধরি। ৮২।

"ক্ষণ পরে দেখি সেই রথী, হায়,
রথে অচেতন অরাতি-বাণে!
তারি সুত যেন বীর-বেশে ধায়
অরি-অভিমুখে, হারাতে প্রাণে! ৮৩।

" শুনিলাম নাকি কর্ণ নাম ধরে,
আগে যে বিবাদে বিনষ্ট হয়।
শল্য-সুত পরে দেহ পরিহরে।
বীর-নীতে নাকি মাতুল নয়। ৮৪।

" রমণী-রসনা পারে কি কহিতে
বিবরিয়া সেই রণের কথা ?
শূর-চূড়ামণি যত এ মহীতে,
সকলেই ছাড়ে জীবন তথা। ৮৫।

" ক্রমে হত যত কৌরব কুমতি
আমাদের সব সুহৃদ-সনে।
বিধাতা সদয় শাশুড়ীর প্রতি!
পঞ্চ-পতি মম বাচিল রণে। ৮৬।

" যাদু-করী যথা বহুল দর্শনে,
পল্লীকুলবধূ-হৃদয় হরে।
তথা কত ছবি আমার নয়নে
সদয়ে সে দেবী আদরে ধরে। ৮৭।

" কিছু পরে নাই সে ঘোর সমর!
কম্বুর নিনাদ না শুনি কাণে!
হয়, হস্তী, রথ, পদাতি-নিকর
বাঁচে কি না প্রাণে, কে তাহা জানে? ৮৮

" দেখিলাম এক হ্রদের সদনে,
দাঁড়াইয়া ভীম সুভীম-স্বরে
ডাকিয়া অতীব কর্কশ-বচনে,
দুর্য্যোধনে কত গঞ্জনা করে। ৮৯।

" শিরে ঝক মকে মুকুট সুন্দর,
অম্বরে যেমতি বিদ্যুৎ ভাতে।
কটি আঁটা, বর্ম্ম বুকের উপর,
ভীম-গদা-চর্ম্ম যুগল হাতে। ৯০।

" কহিলা, ' রে ভীরো, কুরু-কুলাঙ্গার!
মাতাল সদত মানের মদে,
নাশি রণে যত বন্ধু আপনার
প্রাণ বাঁচাইতে পশিলি হ্রদে। ৯১।

" ' তব তরে যত ক্ষিতির-ভূপতি
হেলায় জীবন করিল দান!
কি আশ্চর্য্য! তুই বাঁচিতে দুর্ম্মতি
হ্রদ-হৃদে আসি লইলি স্থান! ৯২।

" ' কোথা তব সেই মাতুল শকুনি?
মন্দ-মতি কর্ণ দ্বন্দ্বের হেতু?
কোথা অহঙ্কার বল তাই শুনি?
কোথা তূরী, ভেরী, চামর, কেতু? ৯৩।

" 'বাহিরাও আশু পাশা খেলিবারে,
হে মানিন্! ডাকে মাতুল তব।
ধন-রোগে মূঢ় মনের বিকারে
হর ছলে বৈরি-বিভব সব। ৯৪।

" 'ধিক তোরে ওরে নিলাজ দুর্ম্মতি!
পোড়া মুখ ঢাকি রহিলি জলে।
অভিমান কেন ত্যজিয়া সম্প্রতি,
হাসাইলি ছিছি অরাতি দলে? ৯৫।

" 'আয় বাহিরিয়া, গদার আঘাতে
ভাঙ্গিয়া শরীর পাদপ তোর
(সৌভাগ্য-তপন গোপিত যাহাতে,)
দূরি আজি চির-যাতনা ঘোর।' ৯৬।

" তখনি বিদারি হ্রদের সলিল,
বাহিরিল বীর বিষম দাপে!
জবা-যুগ-সম নয়ন রঙিল
মহা-কোপে মুহুঃ শরীর কাঁপে! ৯৭।

" নাগরাজ যেন ডমরু-নিনাদে,
ত্যজিয়া পাতাল উঠিল ত্বরা!
মলিন-বদন দারুণ বিষাদে,
বুকে যেন তবু সাহস ভরা। ৯৮।

"কহিল হুঙ্কারি, শুনিলেম কাণে,
'এস রণ-বাঞ্ছা মিটাই তব।
জয় পরাজয় বিধির বিধানে।
বীর-ব্রতে কেন বিরত হব?' ৯৯।

"গদাঘাতে তার ভাঙি ঊরু-দেশ,
লইল জীবন মুহূর্ত্তে অরি!
করি-প্রাণ রণে করিয়া নিঃশেষ,
নিশ্বাস ছাড়িয়া বসিল হরি। ১০০।

"হরষে বিষাদে পূরিল হৃদয়!
কাঁদি কত হত সুহৃদ-শোকে,
সমাপিয়া শেষে প্রেত-কার্য্য চয়,
প্রভু যেন তুমি তুষিতে লোকে। ১০১।

"বসি তব বামে মহিষী-মতন,
সুখালাপে রত হইল দাসী।
আচম্বিতে, মরি, সে চারু-স্বপন
ভাঙিল, মনের শমতা নাশি! ১০২।

"কোথা সেই দেবী সমর-প্রাঙ্গণ?
কোথা দীনা দাসী কুটীর ভাগে।
জানিলাম খুলি সহসা নয়ন,
কোকিল-কূজনে অখিল জাগে। ১০৩।

"দেখিলাম চেয়ে বাহিরে আসিয়া,
ঊষার হসনে আঁধার গত!
প্রভাকর ধীরে কর বাড়াইয়া,
মুছিতে পদ্মিনী-রোদন রত। ১০৪।

"শুনিয়াছি নাথ প্রভাত স্বপন,
কোন কালে নাকি বিফল নয়?
সত্যই কি হবে সমর-ভীষণ?
বীর-মণি যত পাইবে লয়! ১০৫।

"পরাধম মতি কুটিল যেমন,
মিলন-প্রত্যাশা কে করে তায়?
সরল চরিত করিলে ধারণ,
সুচির গরল ভুঞ্জিবে, হায়! ১০৬।

"নিশ্চয় সমর সম্ভাবনা যদি,
কেন তবে আর বিলম্ব করা?
বিস্তারিয়া বলে শত সেনা-নদী,
রণের তরঙ্গ তোল হে ত্বরা। ১০৭।

"যৌবনে ছাড়িয়া ভোগের বাসনা,
থাক যদি তুমি প্রশান্ত-মনে,
প্রাচীনে বিভব হবে বিড়ম্বনা;
মজিবে না মন মোহন ধনে। ১০৮।

"এখনি তোমার সন্ন্যাসি-মতন
নিরখি যেরূপ জপের ঘটা,
না জানি কি ভাব হইবে তখন,
না ধর ত ভাল বাকল জটা। ১০৯।
"পতির দুর্গতি করিতে লোকন,
কখন না পারে সতীর আঁখি।
তোমাদের দশা করি দরশন,
কেমনে এ পোড়া পরাণ রাখি? ১১০।
"জীবন-প্রতিম সহোদর-চয়,
কাননে কঠোর যাতনা ভোগে।
দেখিয়াও তব নহে কোপোদয়
কি আছে ঔষধি এরূপ রোগে? ১১১।
"আগে ভীম রথে করিত ভ্রমণ,
লোহিত চন্দনে চর্চ্চিত কায়
অচলে সে এবে চালায় চরণ,
গৈরিকের গুঁড়া মাখিয়া গায়। ১১২।
"শূরেশ-সদৃশ অর্জ্জুন তোমায়
কুরু-ভাগ আগে জিনিয়া দিল,
এখন বাকল আহরি বেড়ায়,
মাড়ায় সে কত কঙ্কর শিল! ১১৩।

" কোমল কনিষ্ঠ পাণ্ডব-যুগল
বনান্তে শুইয়া কঠিন কায়!
ইহা দেখি তব ক্রোধের কমল
না ফোটে কি হেতু জানিনা, হায়! ১১৪।

" কেন নাথ, যত হেরিয়া দুর্গতি,
কূপের মণ্ডূক আঁধলা যেন,
দূরিতে উপায় না কর সম্প্রতি?
কে পারে বুঝিতে চরিত হেন? ১১৫।

" কোপ-হীন ভবে হইলে, রাজন,
কবে তারে ভয় মানবে করে?
মুনি-জনে অরি না করে দমন,
বীরেশ ভূপতি ধনুক ধরে। ১১৬।

" সতেজ তোমরা সহি অপমান
উদাসেতে যদি সময় হর।
মনস্বিতা তবে করিল পয়ান,
ভীরুতা হৃদয়ে তুলিল ঘর। ১১৭।

" ভাঙো সেই ঘর অরি-শির-সনে,
আশু তেজ-তৈল তনুতে মাখি,
নামি রণজলে, জয়ের রতনে
তুলি, তোষ মম যুগল আঁখি। ১১৮।

"অথবাই যদি সুখের সাধন
ক্ষমা-গুণ তুমি ভেবেছ মনে,
ধর জটা, ছাড় রাজেশ-লক্ষণ,
অগ্নি-হোমে থাক নিরত বনে।" ১১৯।

ইতি প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

লঙ্কাধিপতি-রাবণ রণ-গমন-সময়ে তদীয় মহিষী মন্দোদরীর নিষেধোক্তি।

হত প্রিয়-সুত মেঘনাদ রণে,
(শত বজ্র যার না ভেদে দেহ !)
অধীর রাবণ এবার্ত্তা শ্রবণে !
বুকে যেন শূল হানিল কেহ ! ১।

মূর্চ্ছিত রাজেন্দ্র পড়িলা আসনে !
হাহাকার করে রাক্ষস যত !
কাক-কুল যথা কাকের পতনে,
ব্যাকুল সকলে বিলাপে রত ! ২।

অচিরে কোমল কুসুম-বাসিত
বিমল সলিলে কিঙ্করচয়
সেচিয়া নয়ন, মোহ বিদূরিত
করিল, সঘনে নিশ্বাস বয় ! ৩।

উঠিয়া বসিয়া রাক্ষস-রতন
কহিলা বিষাদে গম্ভীর স্বরে,
“ সজীব থাকিতে আমি দশানন,
প্রিয় পুত্র মম সমরে মরে। ৪।

"বাসব-বর্ষিত অযুত অশনি
উন্মূলিতে যার নারিল কেশ,
তুচ্ছ নর-শরে সেই বীরমণি
অমূল্য জীবন ত্যজিল শেষ! ৫।

"কপোত-শাবক শ্যেনের জীবন
নাশিল, মাতঙ্গে পতঙ্গ মৃত!
মহী-লতা-শিশু ভুজঙ্গে যেমন,
কুরঙ্গ করিল হরিরে হত! ৬।

"চোর-রূপে রিপুপুরে প্রবেশিয়া,
হৃদয়-রতন করিল চুরি।
নিক্ষেপিল শিরে সহসা চাপিয়া
বিশাল-পাদপে হানিয়া ছুরি। ৭।

"কুলের কজ্জল বীরাধম সেই,
নাশিল নিরস্ত্র তনয়ে মম।
এখনি তাহার প্রতিফল দেই,
অরি-দলে দলি শমন-সম। ৮।

"কোথা গেলি পুত্র মেঘনাদ তুই,
স্নেহের পুতুল আঁধারি আঁখি!
ফির বাছা, রণে আমি আগে শুই
কেন যাও তুমি জনকে রাখি। ৯।

"নিজ করে ঘোর কুঠার ধরিয়া
হানিলাম আমি আপন পায়,
করাঘাতে কাল ফণি জাগাইয়া,
এখন দংশনে জীবন যায়! ১০।

"বিলাপিব পরে, যদি দিন পাই,
আগে অরি-মুণ্ড নিপাত-করি।
সাজো সৈন্য-গণ! রণ-ভূমে যাই
কি কায থাকিয়া ধৈরয ধরি?" ১১।

রাবণ-আদেশ করিয়া শ্রবণ,
আনন্দে মাতিল রাক্ষস যত।
রথ গজ সহ পত্তি অগণন
সাজিল অসংখ্য তারকা মত! ১২।

বাজে রণ-ঢাক, সাজে সৈন্যগণ;
নাচে নট; গায় গায়কদলে।
হেনকালে পুন বিষাদ পতন,
পশিল গরল বিমল জলে। ১৩।

রাজরাণী কাঁদি, গলিত-কবরী,
ছিদ্র-কুম্ভ-সম নয়ন ঝরে!
উপনীত তথা হত সুতে স্মরি,
শতদাসী পাশে দাঁড়ায় থরে। ১৪।

কহিলেন, "নাথ, সুতের বিহনে,
নিরখি নয়নে আঁধার ধরা,
হলাহল পানে নাশিব জীবনে,
অথবা পশিব সাগরে ত্বরা! ১৫।

এরূপ যুকতি চিতে আলোচিতে,
শুনিলাম পুন উৎসব-রব!
নারি, নাথ, কিছু কারণ বুঝিতে,
আসিলাম কথা শুনিতে তব। ১৬।

"বীর-বেশ কেন ধরেছ, প্রাণেশ!
রণ-ভূমে বুঝি করিবে গতি?
একাকী অধুনা আছ অবশেষ
তুমি বীর, মম জীবন-পতি। ১৭।

"যেওনা সমরে এ মোর মিনতি,
সীতা দিয়া রামে, মিলন কর।
দেখিয়াও চারু লঙ্কার দুর্গতি,
শঙ্কাহীন হয়ে জীবন ধর? ১৮।

"দশ মুখ-চন্দ্র করি বিলোকন,
হৃদয়-চকোর সুধীর হবে।
হত-শত-সুত-শোকের পীড়ন
সহিয়া এ দাসী নীরবে রবে। ১৯।

"যুঝিতে রাঘবে রক্ষকুল রণে,
যম-ধামে ক্রমে চলিয়া গেল!
তবু তুমি মুগ্ধ আশার স্বপনে,
শত্রু-সনে, দেব. না কর মেল। ২০।

"মুরজ, মন্দিরা, বীণার বাদনে
পূর্ব্বে যে সদন পূরিত ছিল,
এবে তাহে বীর-বিধবা-রোদনে
দূরিয়া বিনোদ বিষাদ দিল। ২১।

"এ কনক ধাম সরস-সুন্দর,
বীরাম্বুজ কত রাজিত আগে!
কাল-করি-রূপে অরাতি-নিকর
দলিল সকলে দারুণ-রাগে। ২২।

"লক্ষ রক্ষোরথী ঋক্ষের সমান,
যে পুর-বিমানে শোভিত, হায়!
বুঝিতে কে পারে বিধির বিধান?
রাম-সৈন্য-ঘন গ্রাসিল তায়। ২৩।

"এপুর-নিকুঞ্জে সুর-পুষ্প-চয়
ভূষিত গৌরব সৌরভ দানে।
রাঘব-বাহিনী-ঝটিকা নিদয়,
হরিল সে শোভা, সহেনা প্রাণে। ২৪

"নগর-সাগরে বীর-বারি-চর
চরিত সদাই পরম তোষে,
বাড়ব-প্রতিম বনের বানর,
দহিল তাদের জীবন রোষে! ২৫।

"রণ-ছবি কত এ নাট-অঙ্গনে
হায় রে, নিয়ত নাচিত সুখে!
রিপু-রূপে হরি পশিল এক্ষণে,
নাশি সবে পুর পূরিল দুখে। ২৬।

"এ ভবন-বনে রাজশ্রী-শাখায়
শূর-পিক যত পুলকে বসি,
আনন্দ-নিনাদে তুষিত সবায়,
বীর-রসে যেন সতত রসি। ২৭।

"আচম্বিতে ব্যাধ পশিয়া কাননে
(স্বপনেও যাহা গোচর নয়!)
আশু খরতর বিশিখ-বর্ষণে
মুহূর্ত্তে সবার জীবন লয়। ২৮।

"দোষ-ফুল তুলি রাম-রোষ-বনে,
নিজে রণ-মালা পরিলে গলে।
জাগায়ে পশুপে পদ-পরশনে,
হইলে মগন বিপদ-জলে। ২৯।

" পঞ্চ-বটী-বনে পুলকিত-মনে,
বসতি করিত তাপস-রাম।
তব দোষে পশে এ রাজ-ভবনে।
কে জানিত আগে তাহার নাম? ৩০।
" সোহাগিনী স্বষা সূর্পনখা তব,
লাজে মরি, মুখে কথা না সরে!
কামাতুরা ভুলি কুল-মান সব,
ভঁজিতে বাঞ্ছিল তাপস-বরে। ৩১।
" সাধের সাগরে উঠিল গরল!
সরল সোদরে করিতে নাশ,
নারী-লোভে তব হৃদয় চঞ্চল
করিল, ছিঁড়িল জ্ঞানের পাশ। ৩২।
" তখনি হরিলে তাপস-যুবতী,
দিয়া বিনিময়ে মাতুল মাতা।
চোরে চুরি করে রতন যেমতি,
গ্রহ-দোষে হল কুপিত ধাতা। ৩৩।
" ফুল-মালা-ভ্রমে ভ্রমি কুল-বনে,
সীতা-বিষ-মালা পরিলে গলে!
এবে দেখ সেই বিষের দহনে,
পুড়িয়া মরিল রাক্ষস-দলে। ৩৪।

" অনলের শিখা জানকী-সুন্দরী,
চির-চারু-রূপে নয়ন রমে।
রতন ভাবিয়া যতনে আহরি,
নিজ পরিজন দহিলে ক্রমে। ৩৫।

" সীতা-শিরোমণি কুটীরে রাখিয়া,
রামোরগ, মরি, চরিত বনে।
লোভ-বশে তার প্রভাব ভুলিয়া,
হরিলে তাহারে কুটিল মনে। ৩৬।

" কত শত রামা রূপসী প্রধান,
সাদরে তোমার প্রণয় চায়।
তবু তুমি তোল পাপের নিশান,
হরি সতী অতি কামুক প্রায়। ৩৭।

" পতি তুমি, তব দোষ আলোচন,
আমি সতী, মম উচিত নয়।
তবু দেখি তব বিপদ-ঘটন,
হিত-কথা কিছু কহিতে হয়। ৩৮।

" গুণবান তুমি জ্ঞানের সাগর,
জন-বলে ছিলে সগর-সম,
ধনে জিনি তুমি যক্ষের-ঈশ্বর,
রক্ষের পালক আলোক মম। ৩৯।

" শচী-নাথ মালী, প্রহরী তপন,
যমে যোগাইত ঘোড়ার ঘাস,
পুর-পরিষ্কারে বরুণ পবন
ছিল রত যেন প্রণত-দাস। ৪০।

" অনল পাচক, চন্দ্র ছত্রধর,
অত্র পুর ছিল দেবের ধাম!
দুরন্ত তাপস ঘোর যাদুকর
ভুলাইল, হায়, দেবতা-গ্রাম। ৪১।

" গুণের ভারতী করিয়া শ্রবণ
(ফলত কিছুই অলীক নয়,)
দেবর তাহার লইল স্মরণ
রাক্ষসের কুল করিতে লয়। ৪২।

" সেও তব দোষ, প্রহারি চরণ
করি কত মত গঞ্জনা তায়,
খেদাইলে তারে; রামের সদন,
যাইয়া সে জন মিলিল, হায়। ৪৩।

" কুলাঙ্গার, পাপী, মূঢ় বিভীষণ
যুকতি-ছুরিকা ধরিয়া করে,
কি আশ্চর্য্য, মন লোহার মতন,
ক্রমে কুল-তরু কর্ত্তন করে। ৪৪।

"যত যত বীর হত এ সমরে!
কেবল তাহারি কু-বুদ্ধি-পাকে।
জানিনা, কিহেতু শ্যেনীর উদরে
স্বজিলা বিধাতা কুটিল কাকে?" ৪৫।

সুত-মেঘনাদ স্মরিতে রাণীর
খেদের তরঙ্গ উদিল পুন,
চোখে ঝর ঝর ঝরে অশ্রু-নীর!
নাসিকা নিশ্বাস বহিল দুন! ৪৬।

মুছিয়া নয়ন আরম্ভিলা সতী;—
"সুত-মেঘনাদ বাসব-জয়ী।
কি পাপে জানিনা রুষ্টা তারপ্রতি
বরদা অম্বিকা আনন্দ-ময়ী। ৪৭।

"মায়া-বলে নাকি পশিয়া লক্ষ্মণ
আমার দুর্ম্মতি-দেবর-সনে,
নিরায়ুধ-সুতে করেছে হনন?
ধর্ম্ম-ভয় কিছু করেনি মনে। ৪৮।

"কুলের দহন দুষ্ট বিভীষণ,
গুপ্ত পথ চোরে দেখায়ে দিল,
প্রবেশিল যম যজ্ঞের ভবন
বাছা মোর আঁখি মুদিয়া ছিল। ৪৯।

" অসার, মাতাল দ্বারপাল-গণ,
নিজ কায ভুলি ঘুমায়ে ছিল।
সুখে চির-দিন পুষিয়া জীবন
ভাল প্রতিফল এখন দিল। ৫০।

" বিধি-বশে যার অনুজ অরাতি,
কিঙ্কর সেরূপ বিচিত্র নয়।
রাক্ষস-কুলের সুন্দর সুখ্যাতি
হরিল বনের বানর-চয়। ৫১।

" লবণ-সাগরে ডুবায়ে এখনি
দেহ দণ্ড যত লবণ-চোরে,
কিম্বা দণ্ডে মুণ্ড ভাঙি, গুণ-মণি,
এই দণ্ডে কর সুখিনী মোরে। ৫২।

" বাঁধা করি-শিরে সিংহের-সমান,
পড়িল দ্বিষদ্ দারুণ দাপে!
চমকি শোণিত কঠোর-পরাণ,
শীতল করিল জঠর-তাপে। ৫৩।

" গম্ভীর অম্বুধি করিতে শোষণ
কুম্ভকর্ণ-বীর পারিত, হায়,
ভিকারীর করে মরিল সে জন,
বিধাতার লীলা বুঝা কি যায়। ৫৪।

" বীরবাহু, যার বাহু সুবিশাল
বাদি চাঁদে ছিল রাহুর মত,
অকালে মানব হ'ল তার কাল,
নিমিষে করিল জীবন হত। ৫৫।

" রণপাখি-মুখে পতঙ্গ-মতন,
অতিকায় দিল কঠিন-কায়।
অক্ষয়-কুমার রক্ষের ভূষণ,
হেলায় বানর নাশিল তায়। ৫৬।

" অকম্পন সদা অকম্পন রণে,
প্রকম্পিত শূর স্মরিয়া যারে।
ভূ-কম্পন হ'ত যাহার লম্ফনে,
কুলগ্নে সে মগ্ন বিবাদ-বারে। ৫৭।

" তাল-জঙ্ঘ সঙ্গে উদগ্র সুমতি
রণ-রঙ্গে করি জীবন দান,
যোগ্য-ধামে সুখে করিয়াছে গতি,
রাখি অব্যাহত বীরের মান। ৫৮।

" কত কব, যত বীর অগণন,
শকতি-কুসুমে ভকতি-ভরে
কীর্ত্তি-দেবী পূজি, ক্রমে নিমগন
হয়েছে সঙ্কট সমর-সরে। ৫৯।

" মরি বাঁচে পুন মানব-পরাণ;
শুনিলে কে ইহা প্রত্যয় করে ?
সলিলে ভাসিল পর্ব্বত পাষাণ,
নিজেই সাগর নিগড় পরে ! ৬০ ।

" সুধু এই নয়, শুনিয়াছে দাসী
তাপস-রামের বীরতা কত।
শৈশবে হেলায় তাড়কারে নাশি,
ভাঙে হর-ধনু তৃণের মত । ৬১ ।

" অর্জ্জুন-বিজয়ী রাম গুণবান
পরাজিত রিপু রামের সনে,
সপ্ত-তাল ভেদি, মারীচের প্রাণ
এক শরে, হায়, নাশিল ক্ষণে। ৬২ ।

"বলী-মুখ-পতি বালি মহাবলে,
তুমিও বিজিত যাহার কাছে,
ইন্ধন-সমান এক বাণানলে
দহিল, কে তুল্য তাহার আছে? ৬৩ ।

" কি কাজ বলিয়া ? দেখিছ নয়নে,
সকল সৈনিক বিনাশি অরি,
বধির করিল লঙ্কা-বধূ-গণে,
শঙ্কার ডঙ্কার নিনাদ করি ! ৬৪ ।

"শুনিয়াছি রাম দেহের দর্পণে
ঈশ-ছবি রবি-কুলের নিধি!
বিবাদ-বাসনা হেন জন সনে
তোমার, না বুঝি বিধির বিধি! ৬৫।

"সৈকত প্রাচীর বারি-বরিষণে
আশুই যেমন গলিয়া পড়ে।
তথা হত সৈন্য পরের-পীড়নে,
কোটি রক্ষ মরে কপির চড়ে। ৬৬।

"কাল-অহি রাম, বিবাদ-বিবরে
দিওনা চরণ বারণ মম।
ঘরে ভুঞ্জ সুখ প্রফুল্ল-অন্তরে,
দূর, দেব, তব মতির ভ্রম। ৬৭।

"কি কাজ সীতায়—সাপের সাপিনী,
বাঘের বাঘিনী নগরে কেন?
ত্যজি রণ-পণে, পণে সে কামিনী
দিয়া রামে আশু কল্যাণ কেন। ৬৮।

"বিবাদ-বারিদ-বাসিনী-চপলা
জানকী যদিও নয়ন তোষে,
পড়ি তব শিরে, চকিতে চঞ্চলা
নাশিবে তোমায়, তোমারি দোষে! ৬৯।

" যোগি-রূপে তুমি ভোগীর প্রধান,
করিলে বিকৃত রোগীর কাজ।
হরিলে মানবী কামুক-সমান,
দিলে জলাঞ্জলি আঁখির লাজ! ৭০।

" নালা কাটি স্বীয় নিধন-কমল,
আনিলে আপনি কোদণ্ড ধরি।
নিজ হাতে তুলে পীয়ে হলাহল,
এবে সে জ্বালায় অথির মরি! ৭১।

" জ্ঞানের শাসন না মানি যখন,
মনো-রিপু, মরি, প্রবল তব।
বাহ্য-বাদী কেন শুনিবে দমন
তোমার, মনের দুরাশা সব। ৭২।

" কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ আদি যত
মানস-কুসুমে কীটের সম
এবে তব প্রাণ নাশিতে নিরত,
তথাপি না ছাড় আপন ভ্রম। ৭৩।

" নারী-তরে মরে লঙ্কার ভুপতি,
হাসি ভাষে সদা অরাতি-দলে।
শুনি তব, প্রভু, কুযশ এমতি
ডুবিয়াছে দাসী অপার-জলে। ৭৪।

" পতি-নিন্দা-বাদ সতীর শ্রবণে
পশিলে, পরাণ যে দুখ সয়,
সেই রামা জানে, সতীত্ব-রতনে
যে সতী সদত ভূষিত রয়। ৭৫।

" রাম-শরে হত কৌনপ-নিচয়,
শোক-শরে ক্ষত যুবতী যত!
প্রবেশিয়া পুরে রিপু দুরাশয়,
রক্ষ রক্ষোবধূ বধিল কত। ৭৬।

" আসি কপি-কুল নন্দন-কাননে,
পারিজাত-পুষ্প ভাঙিল বলে!
খ্যাতি সুধাপানে রাক্ষস-নিধনে,
অমর পামর বানর-দলে। ৭৭।

" বর-বাণী-ফুল স্মৃতির সূতায়
গাঁথা ছিল কণ্ঠ-মালার মত,
প্রেম-ভাবে দিয়া আশার গলায়,
প্রসার করিলে বিপদ যত। ৭৮।

" বিধির বরের বচন এখন,
যদিও সম্যক সফল নয়!
তবু দেখি তব নিদারুণ পণ,
ভাবিতেছি মনে ভাবীর ভয়। ৭৯।

" এলোক পুলকে পতঙ্গ সমান
দহিবে আলোক-আকার ধরি,
নর-কপি-করে সোঁপিবে পরাণ !
শিহরে শরীর সে কথা স্মরি ! ৮০ !

" শুনিয়াছে দাসী, তপের সাগরে
নামিয়া নিয়ম আচরি কত,
সুবর-রতন লাভ করি পরে
বিপত্তি দীনতা করিলে গত। ৮১।

" নর-বানরের বিষম ভারতী,
সেই কালে তুমি শুনেছ কাণে !
ভুলিলে সকল প্রমত্ত যেমতি,
দারুণ দুরাশা-আসব-পানে। ৮২।

" প্রথমে সামান্য বানর আসিয়া,
ছার খার করে সোণার ধাম !
পরে নর-রিপু সমর করিয়া,
নাশিল নিবাসি-কর্ব্বুর গ্রাম। ৮৩।

" ভ্রমের ছলনে মোহিত হইয়া,
চেতনা-রহিত কপোত-মত,
বনিতা-বদন-ওদন হেরিয়া,
রাম-কুটে তুমি হবে কি হত ? ৮৪।

"কবলিয়া লোভে বড়িশ ভীষণ,
মূঢ় মীন, মরি, মরণ পায়,
মতি-মান তুমি রাক্ষস-রতন !
করিবে কি কাজ মীনের প্রায় ? ৮৫।

" যদি ভাব মনে, সীতারে হেরিয়া
সতিনী-অসূয়া উদিল মম,
তবে নাথ, দেখ মনে বিচারিয়া,
ঘুচিবে এখনি ভীষণ ভ্রম। ৮৬।

" কত শত নারী করিছ তোষণ,
সুধু তার প্রতি প্রণয় নয় ;
করে যদি পতি সহস্র দূষণ,
কভু কি সতীর কুমতি হয় ? ৮৭।

" কেবল তোমার কল্যাণ কারণ,
সদা এত মত নিষেধ করি।
কেন কিছু তুমি না কর শ্রবণ ?
বধির বিংশতি শ্রবণ ধরি ! ৮৮।

" সাধ্বেরতরঙ্গ নারী-সরে যত,
স্বামীর সৌভাগ্য প্রধান তার।
তাই তব পায়ে মিনতি এমত,
ত্যজি লোভ হও বিপদ-পার। ৮৯।

" সন্তানের শোকে আমি পাগলিনী,
সদা পরিতাপে পরাণ কাঁদে !
পলেক রহিতে নারি একাকিনী
না হেরি তোমার বদন চাঁদে। ৯০।

" রণে যদি তুমি করিবে গমন,
নিশ্চয় না মানি প্রবোধ মোর,
অসি-ঘাতে তবে দাসীর জীবন
নাশি কর শেষ যাতনা ঘোর ! ৯১।

" বামেতর আঁখি হৃদয়ের সনে,
কাঁপে সদা কেন বুঝিতে নারি !
বারম্বার পড়ি উছোটি চরণে
স্রোত-রূপে বহে নয়নে বারি। ৯২।

" হতাশ মানসে হেরি শূন্য-ময় !
ক্ষণে যেন নেত্রে জোনাক ভাতে ;
সহসা কঙ্কণ বিগলিত হয় !
কত শঙ্কা মম উপজে তাতে ! ৯৩।

" নিদ্রা-দেবী আর না লভে নয়ন,
শান্তির-সংযোগ অন্তরে নাই !
পোড়া চোকে যেন পরের বদন
চারিদিকে সদা দেখিতে পাই ! ৯৪।

" বাদ-বজ্র-পাতে গৌরব-শিখর
যদিও, প্রাণেশ, পতিত তব,
তবু তুমি এবে রণ পরিহর
প্রতুলে অতুল আনন্দে রব। ৯৫।

" পতি-সহবাসে সতী সীমন্তিনী
তুচ্ছ ভাবে যত রতন ধনে,
সাক্ষী দেখ তার রাম-বিলাসিনী
পতি-সহ সুখে পশিল বনে। ৯৬।

" ত্যজ রণ-পণ, ছাড় শরাসন,
সন্ধি-পত্র প্রের রামের-পাশে,
যা হবার তাহা হইল, এখন
মনোযোগ দেহ দাসীর ভাষে। ৯৭।

" অই দেখ উড়ে পেচক, শকুনি
সৈন্য-শিরে! কাঁদে শৃগাল দিনে!
নিত্যনিশা-যোগে কাক-ধ্বনি শুনি,
না ঘটে এসব অশুভ বিনে। ৯৮।

" কই লিপিকর? বসুক সদনে,
শুনিয়া তোমার প্রণয়-ভাব,
লিখুক সুলিপি পরম-যতনে।
পাঠাও সে পত্র তাপস-পাশ। ৯৯।

" লেখো তাহে, নাথ, 'জানকী-রঞ্জন !
পরিহর তুমি আহব-পণে।
মৈথিলীরে মম নাহি প্রয়োজন,
হয়েছে বিগত বিলাস মনে। ১০০।

" 'সীতার শীতল প্রেম-জলে মম
হবেনা সমিত শোকের জ্বালা,
এখনি ত্যজিব অগ্নি-কণা সম,
রাঘব ! তোমার কণ্ঠের মালা।' ১০১।

" লেখ পুন, 'রাম, দুষ্ট বিভীষণে
আশু মম হাতে করিবে দান।
সহায় যে মম সুতের নিধনে,
বধিল কতই রাক্ষস প্রাণ। ১০২।

" 'ইচ্ছিলে তাহার পীড়িব জীবন,
বিবাদী তাহাতে তুমি না হবে।'
বর-বলে বটে অমর সে জন,
বন্দীর সমান রহিবে তবে।' ১০৩।

" যদিও একথা রাঘব সুজন
শুনিবে না, বৃথা বাসনা ধরি,
পরে যাহা হয় হইবে তখন,
আগে এ প্রসঙ্গ দেখ ত করি। ১০৪।

" অগত্যা তোমার প্রাণ বাঁচাইতে,
মিলন বিধেয় রামের সনে।
নতুবা চলহ ঘোর যামিনীতে,
যাই পলাইয়া নিগম-বনে। ১০৫।

" যথা দেখি তব অতুল-আনন
সেই মম প্রিয় আবাস ভূমি।
মণি, মুক্তা, হীরা, রজত, কাঞ্চন
কিছু নহে মোর যেমন তুমি। ১০৬।

" দাসীর শপথ শুন প্রণেশ্বর!
যেওনা সমরে দুপায়ে ধরি।
দিনে অস্তাচলে চলে কি ভাস্কর,
কমলিনী-প্রেমে উপেক্ষা করি। ১০৭।

" শোকে উন্মাদিনী ভাবনা-বিকারে,
অবশ রসনা ভাষিল যত,
দোষ-মল-রাশি অনুরাগ-বারে
ধুয়ে, কর নিজ শ্রবণ-গত।" ১০৮।
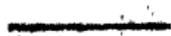
তৃতীয় সর্গ।

অযোধ্যাধিপতি মহারাজ রামচন্দ্রের প্রতি তদীয় মহিষী সীতা-দেবীর উক্তি।

লঙ্কার সমর-সিন্ধু ঘোরতর!
মথি রঘুবর দারুণ দুখে,
লভি রামা-রমা অযোধ্যা-নগর
শেষে রাজাসনে বসিলা সুখে। ১।

উড়িল কেতন রতন-খচিত;
বাজিল বাজনা বিবিধ মত;
নাচিল নর্ত্তক আনন্দে পূরিত;
গাইল পুলকে গায়ক যত; ২।

বর্ষিল কুসুম কিঙ্কর-নিচয়,
ঝঙ্কারিল জিহ্বা রমণী-গণ;
টঙ্কারিল তোষে সৈনিক-নিচয়,
অসংখ্য বিশিখ, অবৈর-মন! ৩।

সাজিল কদলী কানন-কামিনী;
বসিল কলসী কলার তলে;
শোভিল যেন রে সিন্দূর-শোভিনী
সধবা, সোণার পদক-গলে। ৪।

সাজিল তোরণে কুসুম-কলাপ ;
ঝুলিল বিতানে পাতার মালা ;
ভিতরে বহিল আনন্দ -আলাপ ;
কৃত্রিম-কদম্বে শোভিল শালা। ৫।

নব-রাজ-লোভে নব-সাজ ধরি,
নব-ভাবে পুন পূরিল পুরী।
নব-সুখ সবে অনুভব করি,
নব-রবে রবে* বিষাদ দুরি। ৬।

বালক, প্রাচীন, যুবক, যুবতী,
কাণ, খঞ্জ, অন্ধ, আতুর কত,
মহা কোলাহলে সাগর যেমতি,
গতায়াত করে মানব যত। ৭।

এই মত সুখে গত কত কাল।
একদা নিশায় মহিষী-সনে,
কুসুম-শয়নে শুয়ে মহীপাল
প্রেমালাপে রত মোহিত মনে। ৮।

সাদরে সীতারে সম্ভাষিয়া রাম
কহিলেন, "প্রিয়ে প্রণয়-পুত্তলি!
রম্য-রূপে তুমি উজলিয়া ধাম,
আছ মম ভাগ্য-সলিলে উলি। ৯।

---

* রব করে।

" আলয়-কমলা তুমি গুণবতি,
নয়নে নূতন প্রকৃতি প্রায়!
শির-শোভা মম সুবিমল-মতি,
করের শীতল রতন, হায়! ১০।

" আনন-অমিয়া অমর-কারিণী,
হৃদয়-কাননে শমীর সম,
নাসার-কস্তুরী সুবাস-দায়িনী,
আশার-নিশার চন্দ্রিকা মম। ১১।

" কোটি চাঁদ জিনি সুন্দর বদন,
বিদ্যুত-বরণ হেরিয়া তব,
নাচায় শরীরে আনন্দ-পবন,
ভুলি যেন ক্ষুধা পিপাসা সব। ১২।

" না ফেলে নিমিষ নয়ন তখন,
ইতর দর্শনে কাতর হয়।
আহা কি সজীব প্রেমের গঠন।
সুঠাম নেহারি কে মুগ্ধ নয়? ১৩।

" সেই তব তনু বাকল-অম্বরে,
ঘনাম্বরে যথা দামিনী-দেহ।
হেরিয়া ডুবেছি সুখময় সরে,
সে ভাব বুঝিতে পারে কি কেহ? ১৪।

" যেরূপ হেরিয়া রাবণ দুর্ম্মতি
উপেখি রূপসী-রমণী কত,
শুনি যেন কাণে দুরাশা-ভারতী
হরিল তোমারে—চেতনা-হত। ১৫।

" পুন রাণী তুমি প্রফুল্ল-নলিনী
ভাগ্য-রবি-করে রসের কলি,
সুভাস-বদনা, সুবাস-দায়িনী,
মোহিতেছ মম মানস অলি। ১৬।

" বিধির ছলনে তোমা হারাইয়া,
যত দুখ, প্রিয়ে, করেছি ভোগ,
বনে বনে কত কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
বুঝেছি কেমন বিরহ-রোগ। ১৭।

" মায়া-মৃগ হেরি বঙ্কিম-নয়নে
তাকায়ে, দাসে যে আদেশ দিলে,
আজিও সে ভঙ্গী হৃদয়-অঙ্গনে
আঁকা আছে যেন, সুচারুশীলে! ১৮।

" কহ প্রিয়ে! শুনি কেমনে রাবণ
হরিল তোমারে সন্ন্যাসী হয়ে?
কিরূপে সময় করিলে যাপন,
সশোকে অশোক-বিপিনে রয়ে? ১৯।

" এ দাস দুর্ভগ, বীরতা-বিহীন,
বানর-কটক ঘোটক তাই।
প্রাণপণে রণ করি বহু দিন
কত দুখে, দেবি, তোমারে পাই। ২০।

" তব-শোকে, শুভে, আকুল হইয়া
করিয়াছি কত বিষম পাপ!
এখন সে সব স্মরণ করিয়া,
ভোগিতেছি কত অন্তর-তাপ! ২১।

" তুমি মম প্রাণ প্রাণের ঈশ্বরী
কি হানি বলিতে মনের কথা?
কেবল, সুন্দরি, এই ভয় করি,
শুনি মৃদু-মনে পাইবে ব্যথা! ২২।

" বানর-ভূপতি কিষ্কিন্ধ্যা নগরে
বালি বীরবর বানর দলে;
পুচ্ছে বাঁধি নাকি রাবণ-পামরে
ডুবাইয়াছিল সাগর জলে। ২৩।

" সহসা তাহার বুকের উপরে
হানিলাম আমি শাণিত বাণ!
চৌর-যুদ্ধ বিনা, কার সাধ্য করে
সম্মুখে নিধন তাহার প্রাণ? ২৪।

"পড়িল সুবীর, যেন ব্যাধ-শরে
করাল কেশরী গহন-বনে!
আরক্ত-লোচনে কুপিত অন্তরে
গর্জ্জিলা কতই করুণ-স্বনে। ২৫।

"পরম ভকত, কৌনপ-ভূষণ
অতিকায় শূর, তরণিসেন।
শরানলে দোঁহে আহুতি অর্পণ
করিলাম, হিয়া কঠিন হেন। ২৬।

"কি কাজ স্মরিয়া কহ শুনি, সতি,
বিগত বিরহ-বারতা তব।
হায় রে, দারুণ নিশাচর-পতি
তব-লোভে বন্ধু বধিল সব।" ২৭।

আরম্ভিলা সতী মধুর বচনে
জুড়াইয়া প্রিয় পতির কাণ!
পিক-বধূ যথা পিঞ্জর-ভবনে
আলাপে নিরত নবীন তান। ২৮।

"প্রাণনাথ! আর কি কাজ এখন
পুন খুলি সেই গরল-গেহ?
বিভু পদে করি এই আকিঞ্চন,
তেমন কুদশা না ভোগে কেহ!" ২৯।

কহিলা ভূপতি “ শুন, সুবদনে!
যে রোগ একদা ভুগেছ দুখে,
বেশী কি যাতনা তাহার স্মরণে,
কি হেতু কুণ্ঠিত বলিতে মুখে?” ৩০।

উত্তরিলা সতী—“ শুন, প্রিয়বর!
(ললিত রাগিণী মূরতি-ময়ী,)
একান্তই যদি কৌতূহল-পর
তুমি, তবে শুন সে দুখ কই। ৩১।

“ মায়াময় মৃগ করি দরশন,
মাগিলেম যবে তোমার ঠাঁই,
তখনি পশ্চাতে করিলে গমন,
কুটীরে রাখিয়া গুণের ভাই। ৩২।

“ হারাইয়া তোমা আমি পাগলিনী
কত যে ভাবনা উদিল মনে,
অশ্রুজলে যেন তিতি জলজিনী
পশিলাম, হায়, বিষের বনে! ৩৩।

“ হেন-কালে যেন শুনিলাম কাণে,
অবিকল, সখে, তোমারি স্বর।
‘ কোথা রে লক্ষ্মণ! মরি আমি প্রাণে,
রাক্ষস হইল জীবন-হর।’ ৩৪।

" চমকিল চিত্ত, কাঁদিয়া তখন
কহিলাম ধরি দেবর-করে—
'দেখ, বাছা, তোমা কে করে স্মরণ
বুঝি রঘুনাথ রোদন করে!' ৩৫।

" প্রবোধিল শূর, 'কি ভয়, জননি?
অজেয় জগতে অগ্রজ মম,
আসিবেন ফিরে কুশলে এখনি
রিপু-তমে দূরি তপন-সম। ৩৬।

" 'একাকিনী মাতঃ, কেমনে তোমায়
রাখি, বনান্তরে করিব গতি?
বিকট রাক্ষস বিবিধ মায়ায়,
ভ্রমে দিবা-নিশি এ বনে, সতি! ৩৭।

" 'সরলা অবলা কুলের কামিনী
বিপিন-বাসিনী বিধির বশে,
বিজনে সে জনে রাখি একাকিনী,
মজিব কি শেষে কুযশো-রসে?' ৩৮।

" আবার শ্রবণে পশিল কুরব!
'কোথা রে প্রাণের গুণের ভাই?
কোথায় জানকি? তোমার রাঘব
মরে একা আসি অরির ঠাঁই!' ৩৯।

" একদা অধীর আমি পাগলিনী,
রোষ ভরে তার ছাড়িয়া করে,
নিজ দোষে ঘোর যাতনা-ভোগিনী
কহিলাম তারে সকোপ স্বরে। ৪০।

" ' বীরাধম! তুমি উটজে বসিয়া
থাকো চুপে! আমি করিব গতি!
দেহ ধনু, নিজে ধনুক ধরিয়া,
মারি রিপু আজি রাখিব পতি! ৪১।

" ' বীর-বালা আমি বীর-বিলাসিনী,
কি লাজ ধনুক ধরিতে করে?
পতি তরে যদি প্রাণ-বিরহিণী
হয়, সতী তবু ভয় কি করে।' ৪২।

" বলিতে বলিতে দেখিলাম বীর
রঞ্জিত-নয়নে তূণীর ধরি,
দর দর করি পড়ে অশ্রু-নীর
কহিলা আমারে প্রণাম করি! ৪৩।

" ' মাতৃ সমা তোমা, হে রাজ-নন্দিনি!
ভাবি বনে নত নয়নে চরি।
তুমিও ত দেবি, স্নেহ-বিধায়িনী
মাতার কোমল স্বভাব ধরি।' ৪৪।

" 'কেন কুবচন কহিলে, জননি ?
বুঝিতে না পারি কারণ কিছু।
কীট রূপে বুঝি প্রবেশিল শনি,
কাটিতে সদ্ভাব-কুসুম পিছু ? ৪৫।

" 'তোমার আদেশ শিরের ভূষণ
লঙ্ঘিতে দাসের শকতি নাই।
এখনি সেখানে করিব গমন,
যেখানে শবদ 'লক্ষ্মণ ভাই।' ৪৬।

" 'সাবধানে মাতা রহিবে এখানে ;
দুরন্ত মায়াবী রাক্ষস ফিরে।
জগদীশ তোমা রাখুন কল্যাণে,
পদ-যুগ যেন নিরখি ফিরে। ৪৭।

" 'এই যে থাকিল ধনুক-অঙ্কন,
ইহার বাহিরে কভু না যাবে।
অশ্রুবারি, দেবি, কর নিবারণ,
দণ্ডেই দাদার দর্শন পাবে।' ৪৮।

" এতেক বলিয়া সুবীর-কেশরী
দাপে কাঁপাইয়া কানন-ভূমি,
হুঙ্কারিয়া শত-শর-বৃষ্টি করি,
চলিলা যথায় মারীচ তুমি। ৪৯।

"নিমিষে নয়ন অতীত করিয়া
চলি গেল শূর সরোষ-মনে।
আমি, নাথ, তদ্দা আঁধার দেখিয়া,
কাঁদিলাম কত কোমল-স্বনে! ৫০।

"হেন কালে দেখি ভীষণ সন্ন্যাসী,
ঢাকা কলেবর লোহিত-বাসে।
দুষ্ট কীট যেন কোকনদ-বাসী,
আসিয়া কহিল গভীর ভাষে। ৫১।

"'বন-দেবী তুমি, জনক-বালিকে,
কাননে সুদয়া-মূরতি-মতী।
কোটি পশু-পক্ষি-জীবন-পালিকে
পুণ্য-পথে কর সতত গতি। ৫২।

"'ভিক্ষা দেহ আমি অতিথি হেথায়,
নীরস-আননে বসিয়া কেন?
কিহেতু নিরখি নয়ন-পাতায়
কমল, বিমল মুকুতা যেন? ৫৩।

"'এই লও, সতি, হরির তুলসী,
আর পদ-রজো-বিমিশ্র মালা।
কেন অধো-মুখে কুঞ্জ-কোণে বসি,
নীরবে বিলাপো জনক-বালা?' ৫৪।

" ঘোমটায় মুখ আবরি তখন
অজিন আসন পাতিয়া ত্বরা,
কহিলাম, 'প্রভো, বসি কিছুক্ষণ
পবিত্র করুন এ ধাম-ধরা। ৫৫।

" 'বনান্তরে গত রাম-রঘুবীর
বুঝিবা বিবাদ কাহার সনে।
বিলম্বেন কিছু, আসিবে অচির
সানুজ ভানুজ সুখিত মনে।' ৫৬।

" নিপট কপট রাবণ কুমতি
প্রতারিত রোষে কহিলা, 'হায়,
সাধ্ কাজে তুমি বিরত সম্প্রতি
কেন রঘু বধূ বুঝা না যায়? ৫৭।

" 'ব্রহ্মশাপে কর হেলা, গরবিনি
জাননা এখনি দহিতে পারি
শাপানলে, যথা দাবে কুরঙ্গিণী,
কি কাজ কলুষে নাশিয়া নারী? ৫৮।

" 'রাম-রিপু এবে রাক্ষস-নিচয়,
নিশ্চয় আমার শাপের ফলে।'
শুনি, নাথ, মোর কাঁপিল হৃদয়!
উপজিল আরো বিষাদ বলে! ৫৯।

" ভিক্ষা-ফল মূল করিয়া গ্রহণ,
দিতে আতিথিথি কপট-করে
অমনি আমারে করিল ধারণ,
মৃগ-পতি যথা মৃগীরে ধরে। ৬০।

" মুদিলাম আমি তখনি নয়ন,
কাঁদিলাম উচ্চে আকুল-স্বরে !
পড়িলাম রথে করিয়া অর্পণ
চেতনা-রতন মূর্চ্ছার করে ! ৬১।

" জাগিলেম পুন চমকি, প্রাণেশ,
পিঞ্জর-বাসিনী শারীর মত
ঘন হাহাকার করি বন-দেশ
পূরিলাম, নারি কহিতে অত। ৬২।

" বাসব, তপন, পবন, অম্বরে
রক্ষিতে দাসীরে বিনয় করি,
কাঁদিলাম কত হতাশ অন্তরে !
কেহ না তারিল করুণা ধরি ! ৬৩।

" 'ঘর ঘর করি নেমির স্বনন,
কানন উজলি উঠিল রথ।
শ্রাবণে যেমতি নীরদ-গর্জ্জন
রোধিল, হায় রে, শ্রবণ-পথ ! ৬৪।

"তরঙ্গ-নিনাদ বালার রোদনে,
কিবা বীণা-বোলে ঢাকের স্বর
ঢাকে যথা, তথা অভাগী-স্বনে
ঢাকিল একদা সে রথ-বর। ৬৫।

"চঞ্চল নয়নে কুরঙ্গী যেমন,
চাহিলাম আমি কানন-পানে।
না হেরি জনেক, উড়িল জীবন
কে দিবে সংবাদ তোমার কাণে? ৬৬।

"হতাশ-হৃদয়ে খুলি আভরণ
কহিলাম তাহে অধীর-চিতে,
'হে ভূষণ, আর নাহি হেন জন
সীতার বারতা রাঘবে দিতে। ৬৭।

"'অতএব ত্যজ পোড়া কলেবর,
থাকো পথে পড়ি দূতের মত।
নিকটে আসিলে রাম রঘুবর
জানাবে পাপিনী বিপদ যত।' ৬৮।

"এতেক বলিয়া নূপুর, কঙ্কণ,
সিঁথি, কণ্ঠ-মালা, বলয়, হারে,
ছাড়িলাম বনে সঙ্কেত-কারণ
আর কি ভূষণ তুষিতে পারে। ৬৯।

" শুনিলাম কাণে কঠোর চীৎকার !
হুঙ্কারিল হরি দ্বিবের দ্বারে !
'চিনি তোরে ওরে বীর কুলাঙ্গার,
কুল-চোর চুরি করিলি কারে ? ৭০।

" 'শূন্য করি কার হৃদয়-ভাণ্ডার,
প্রেমের রতন করিলি চুরি ?
এই দণ্ডে মুণ্ডে তুণ্ডের প্রহার
করি, নাশি তোরে, ত্বরিত দূরি। ৭১।

" 'বুঝিলাম দুষ্ট রাঘব-রমণী
হরিয়া, হরষে যাইছ দ্রুত,
জাননা নখর প্রহারে এখনি
হবে তব পাপ জীবন চ্যুত।' ৭২।

" উত্তরিল রিপু সে স্বর শুনিয়া
কোদণ্ড টঙ্কার করিয়া রোষে
'বুঝি, হে জটায়ো, হীনায়ু হইয়া
মরিতে আসিলে আপন দোষে। ৭৩।

" 'জাননা রাবণে শমন-দমন।
স্বমনে গুরুত্ব কল্পিয়া নিজ
উপনীত হেথা, কুবুদ্ধি-ঘটন !
মরিতে কি বাঞ্ছো অধম দ্বিজ ? ৭৪।

"'ছাড় পথ, কেন হারাবে জীবন
পরের কারণে করের শূলে?
চেননা আমারে আমি সেই জন,
গিরিশ-গিরি যে আঁকাড়ি তুলে।' ৭৫।

" দ্বিগুণিত রোষে রুষি দ্বিজ-বর
কহিলা; 'বর্ব্বর! ভেবেছ তুমি,
সখা-সুতা সীতা আমার গোচর
লইবে হরিয়া আপন ভূমি। ৭৬।

"'সতী-কুলবতী সখার দুহিতা,
গুণবতী অতি শুনেছি কাণে।
স্বামি-সুখে ছিল বিপিন-পোষিতা,
হরেছ তাহারে উপেখি মানে। ৭৭।

"'কোথা যাবি তুই, ছাড়্ কুলবতী;
নতুবা এখনি লইব প্রাণ।
চোরোচিত সাজা দিতে মূঢমতি,
চঞ্চুতে কাটিয়া লইব কাণ।' ৭৮।

"দুই বীরে যুদ্ধ লাগিল তখন,
সন্সনে শর-ভুজঙ্গ রোষে!
ঘর্ঘর-নিনাদে পূরিল কানন!
সপ্সপ্ পক্ষ-স্বনন ঘোষে! ৭৯।

" ভীমতম রণ করি বিলোকন,
শুনি নাথ সেই ভীষণ স্বরে,
মাগিলাম দেবে মুদিয়া নয়ন,
রক্ষিতে রক্ষের বিপক্ষ-বরে। ৮০।

" কিছু পরে দেখি জুড়িয়া কানন,
পড়িয়াছে বীর রুধিরে মাখা।
গৈরিক-ভূষণ ভূধর যেমন
লক্ষ-বাণে রক্ষ ছেদেছে পাখা। ৮১।

" কাঁপিতেছে ঘন সাগর-সমীরে,
কাঁপে যেন সিন্ধু-যানের গেহ!
ভাসিতেছে মহা-শরীর রুধিরে!
নাহি বারি-বিন্দু দেয় যে কেহ! ৮২।

" সম্ভাবি দাসীরে কহিলা রাবণ
দুর্ম্মতি—'খুলিয়া দেখ লো আঁখি
সুন্দরি! আমার বীরতা কেমন;
মুহূর্ত্তে মরিল জটায়ু-পাখী। ৮৩।

" 'লোকে বলে বীর গরুড়-নন্দন
(মম করে কিন্তু মশক মত!)
অতি যোধ, কেন কুবুদ্ধি এমন?
ঘাঁটাইল সিংহে হইতে হত।' ৮৪।

"কহিলা খগেশ,—'হিতের সাধন,
চিতের মহত্ত্ব প্রকাশ-তরে,
সমর-শয়নে মুদে যে নয়ন,
মুকতি-মুকুতা সে পায় করে। ৮৫।

"'গোলোকে পুলকে বসে সেই জন,
ত্রিলোক সুধন্য তাহার নাম।
কি বুঝিবি তুই বালক রাবণ?
সতী-চোর, তোর বিধাতা বাম। ৮৬।

"'উদ্ধারিতে নারি নারী কুলবতী,
বড় পরিতাপ রহিল মনে।
কিন্তু তোর আর নাহি অব্যাহতি,
অগৌণে মরিবি রাঘব-রণে। ৮৭।

"'পুড়িবে রে তোর কনক নগরী!
যম-ধামে যাবে রাক্ষস যত!
কাঁদিবে ভৈরবে রাণী মন্দোদরী
চক্ষে পতিপুত্রে হেরিয়া হত।' ৮৮।

"নীরবিলা শূর নিশ্বাস ছাড়িয়া!
কহিলাম আমি কাঁদিয়া তাঁরে,
'দুষ্ট চোর, প্রভো, দাসীরে হরিয়া
লয়ে যাইতেছে সাগর-পারে। ৮৯।

"'দেখ যদি, দেব, রাঘব-রতনে,
কু-মরণ যদি না সাধে বাদ,
কহিবে দুর্ম্মতি হরিল যেমনে
আমারে পাতিয়া মায়ার ফাঁদ। ৯০।

"'চির-অনুকূল রঘুবীর মম,
দয়ার সুরসে শরীর ভরা।
কে না জানে হায় তাঁর পরাক্রম?
শুনিলে নাশিবে তস্করে ত্বরা।' ৯১।

"বলিতে বলিতে সুবর্ণ-স্যন্দন,
উঠিল গগনে বিমান মত।
শুনিলাম নীচে জলধি-গর্জ্জন।
দেখিলাম নীল তরঙ্গ যত। ৯২।

"ঝাঁপিয়া পড়িতে চাহিলাম জলে,
নিবারিল মোরে পামর-মতি।
ভুলিতে আমারে কুটিল-কৌশলে,
কহিল কত সে কু-কথা অতি। ৯৩।

"তরল তরঙ্গে মূরতি তাহার,
নয়ন-গোচর সহসা মোর।
কত যে হইল ভয়ের সঞ্চার,
না পারি বলিয়া করিতে ওর। ৯৪।

"হসিত আনন নিষাদ যেমন
পতঙ্গী-যাতনা হেরিয়া কাঁদে!
তথা হেরি মোরে দুষ্ট দশানন,
রাহু যেন হৃষ্ট গিলিয়া চাঁদে! ৯৫।

"সিন্ধু-পর-পারে সুন্দর-নগরী,
হৈম-রম্য হর্ম্ম্য শোভিত যাতে।
আশুগতি জিনি আশু গতি করি,
উপনীত রথ হইল তাতে! ৯৬।

"সাগর-উৎসঙ্গে সুবর্ণ-সদন,
নীলাম্বরে যেন বিধুর ছটা!
হয়, হস্তী, রথ, রক্ষ অগণন,
আহা কি অপূর্ব্ব উৎসব-ঘটা! ৯৭।

"দেখিলাম যেন হয়ে মূর্ত্তিমান
আনন্দ সে ধামে বিরাজ করে।
তূরী, ভেরী, ডঙ্কা, পটহ, নিশান,
কত আছে শত্রু-শঙ্কার তরে। ৯৮।

"মুরজ, মন্দিরা, বিপঞ্চী সুন্দর,
বাজে কত শত মধুর তানে!
নাচিছে নর্ত্তকী, গায়ক নিকর
মোহিছে রাক্ষসে মোহন গানে। ৯৯।

"হুট্ট-নাদ-নিভ পৌর কোলাহল,
শৌর-সিংহনাদ শুনিয়া কাণে,
দেখিয়া ভৈরব রাক্ষস-সকল,
পাইলেম অতি চমকপ্রাণে! ১০০।

"ভাবিলাম বুঝি এ ছার জীবনে
হেরিতে নারিব চরণ তব।
কার সাধ্য অত অরাতি-নিধনে?
নিশ্চয় পরের পীড়িতা হব। ১০১।

"অশোক-নিকুঞ্জে মঞ্জু নিকেতন,
নন্দন-নিবাস-গৌরব-নাশে।
রাখি তথা মোরে, দুরন্ত রাবণ
গেল চলি তার নিবাস-বাসে। ১০২।

"অযুত অঙ্গনা রূপের সাগরী,
দেখিতে দাসীরে আসিল তথা।
অগণ্যা সুধীরা চপলা সুন্দরী,
কিবা বিদ্যাধরী অসংখ্য যথা। ১০৩।

"অগৌণে আসিয়া যতেক যুবতী,
কোকিল-কূজন-গঞ্জিত-ভাবে,
প্রবোধিল কত এ দাসীর প্রতি
বিষাদে, হায়রে, বসিয়া পাশে। ১০৪

" মধুর বচনে কিন্নর-নায়িকা
   চির-পরাজিতা যাদের কাছে।
মতিমতী তারা অতি গুণাধিকা,
   আর কি তেমন জগতে আছে? ১০৫।

" শুনিলাম সেই পাপাত্মা সমরে
   বহু বীর-ভূপ জিনিয়া বলে,
আনিয়াছে ধরি কামুক অন্তরে,
   সে সব হরিণী শকতি-কলে। ১০৬।

" সম-দুখে আঁখি-অশ্রু পরিহরি,
   নীরবে কাঁদিল রমণী যত।
জানাইলে শোক উঁচু রব ধরি,
   চেড়ী-চয় করে শাসন কত। ১০৭।

" প্রহরিণী-বেশে চেড়ী শত শত
   বেড়ায় ঘিরিয়া সে নারী-দলে।
পুরে চরে তারা ইচ্ছা অভিমত,
   সদত দাসীর অধীনা ফলে। ১০৮।

" শুনিয়া উড়িল আমার জীবন!
   কাঁপিল তরাসে কোমল হিয়া!
পাপীর-পিপাসা করেছে বারণ,
   সতীত্ব-শোণিত সকলে দিয়া। ১০৯।

" কিছু পরে দেখি অযুত কিঙ্করী
  ভীম-বেশা ! কেহ কৃপাণ ধরে,
কেহ শূল, কেহ গদা ভয়ঙ্করী,
  ধনুঃশর শোভে কাহার করে। ১১০।

" হিহি রবে সবে হাসি উল্লসিত।
  লুফি অস্ত্র আসি অশোক-বনে,
ঘেরিল আমারে। করিল ত্রাসিত
  কেশরিণী সম কঠিন-স্বনে ! ১১১।

" পশিল রজনী সে চারুকাননে ;
  গগন-আসনে বসিল শশী ;
তুষিল চকোরে সুধা বিতরণে ;
  হাসিল সুনিশা পীযূষে রসি ? ১১২।

" বহিল সমীর সৌরভ-ব্যাপারী ;
  দীপিল বিপিনে দ্বীপের মালা ;
কুপিল, হায় রে, সে শোভা নেহারি
  বুকেতে উদিল বিরহ-জ্বালা। ১১৩।

" ঝরিল নয়ন তোমারে স্মরিয়া ;
  বারিল সে বারি নীরবে দাসী ;
রূপসী-কুলের সান্ত্বনা শুনিয়া,
  ধৈরয হইল অন্তর-বাসী। ১১৪।

" ক্ষণকাল পরে চেড়ীর শাসনে,
উঠি গেল নাথ যুবতী যত।
আঁধার দেখিয়া সে রিপু-কাননে,
করিলাম, হায়, বিলাপ কত! ১১৫।

" দেখিলাম এক দামিনী-গঞ্জিনী
সুন্দরী-কামিনী বসিয়া পাশে,
মম তাপে যেন অতীব তাপিনী
ঘন-অশ্রু-নীর মুছিছে বাসে। ১১৬।

" বুঝিলাম তার মধুরালাপনে,
অসামান্য রামা গুণের ডালি।
পৌর-লক্ষ্মী যেন আমার রক্ষণে;
আসিলা করিয়া আসন খালি। ১১৭।

" আহা কি মধুর-প্রকৃতি সরমা
সীতার পরম ভরসা তিনি
রূপে গুণে তার আছে কি উপমা?
ভুবন ভরিলা যশেতে যিনি। ১১৮"।

" অমিয়া-প্রতিম বচনে সুন্দরী,
কতই প্রবোধ করিত দান
চির-দয়া-বশে—চির-সহ-চরী
দাসীর সতত তুষিত প্রাণ। ১১৯।

" সে বৈর-সাগরে করুণা করিয়া
সোণার তরণী সরমা সই
না হইলে, দাসী যাইত মরিয়া !
সে বিনে সে পুরে সুহৃদ কই ? ১২০।

" প্রবোধ-পীযূষে দাসীর জীবন
ভিজাত, মালিনীপ্রসূন যথা।
মূর্ত্তি-মতী প্রিয় ভরসা মতন,
জুড়াইত মম মনের ব্যথা। ১২১।

" সে পোড়া প্রান্তরে বিধি-বিরচিত
সুশীতল ছায়া সরমা সতী
বিরহ-তপন-তাপিত-জীবিত
মম, জুড়াইত করুণ-বতী। ১২২।

" কিছুকাল মোরে করিয়া সান্ত্বনা,
গেল সতী তার আপন বাসে।
পুন বলবতী চিতের ভাবনা,
বিজড়িতা দাসী প্রমাদ-পাশে। ১২৩।

" আচম্বিতে যেন কাল-ভুজঙ্গম
আসিল সকাশে ভীষণ-রোষে
নব-ভেকী লোভে, এ জীবন মম
কাঁপিল ! স্মরিলে শরীর শোষে ! ১২৪

"রাবণ-পাবন করি বিলোকন,
নিশীথে তরুণ তপন মত।
কাঁপিল অন্তর কুমুদ-মতন,
বুদ্ধি শুদ্ধি যেন হইল হত। ১২৫।
"ভীত-মনে মুদি যুগল-নয়ন
পড়িলাম ভুমে ঘুমের ছলে।
বসিল কুমতি পাপাত্মা রাবণ,
দাসীর সদনে গরিমা-বলে। ১২৬।
"লাজ পাই, নাথ, সে কথা তুলিতে,
কত যে কুকথা কহিল পাপী।
বাজিল তা শূলসম মম চিতে,
বসিলাম পুন ভয়েতে কাঁপি। ১২৭।
সম্বরি অম্বর অতি সাবধানে,
(ঘোমটা হইল বদন-বাসী!)
ভাবিলাম যদি পরশে অজ্ঞানে,
তখনি ত্যজিবে জীবন দাসী। ১২৮।
"কহিলাম গর্জ্জি —'মূঢ় দশানন,
কি হেতু এমতি কুমতি ধর?
পরের ললনা দয়ার ভাজন।
বারেক এবাণী স্মরণ কর। ১২৯।

"'সরল সদয় আমার জীবন-
রঞ্জন-রাঘব-তাপস-পতি
বনে বনে সদা করিত ভ্রমণ,
ছিল না অসূয়া তোমার প্রতি। ১৩০।
"'তোমারি ভগিনী কুচোখে চাহিয়া,
হারাইল নাসা আশার সনে।
তাহারি বচনে খর আদি গিয়া,
মরিল রামের দারুণ রণে। ১৩১।
"'তুমিও তাহার কুমন্ত্র শুনিয়া,
মন্ত্র-বশীভূত ভুজগ-মত,
সন্ন্যাস-কুসুমে অঙ্গ আবরিয়া,
হরিলে নকুলী হইতে হত। ১৩২।
"'ছুয়োনা শরীর, করি নিবারণ।
এই দেখ করে হীরক আছে,
এখনি মরিব করিয়া চুম্বন,
ত্যজ পরিহাস আমার কাছে।' ১৩৩।
"হটিল রাবণ করিয়া শ্রবণ,
কহিল দু-হাত দূরেতে বসি;
'সুন্দরি, কভু কি করে আকিঞ্চন
মুদিতা পদ্মিনী প্রেমিক শশী? ১৩৪।

" 'যাবত বিষাদ-মলিন বদনে
শয়িতাসদৃশ থাকিবে তুমি,
তাবত কি কাজ তোমার স্তবনে?
নারী-শূন্য নহে আমার ভূমি। ১৩৫।

" 'দেখ তব সম সহস্র সুন্দরী
আছে মম পুরে তুষিতে মোরে।
সদা পদ সেবে, চির-আজ্ঞা ধরি,
অভাগিনী তুই, কি কাজ তোরে? ১৩৬।

" 'আশা এই তার আমি কালান্তরে
হেরি ক্রমে তার বিভূতি সব,
ভুলিয়া তোমারে, লোভিত অন্তরে
অবশ্য তাহার সুবশ্য হব।' ১৩৭।

" হায় রে, বামন লোভে বিমোহিয়া,
পাইতে তারকা বাসনা করে।
সুদীন স্বপন-আশ্বাস শুনিয়া,
পেতে চায় যেন রতন করে। ১৩৮।

"গেল চলি পাপী, কিছু কাল পরে
নিরাপদে হয় রজনী ভোর।
কত যে বেদনা বিরহ-বাসরে
ভুগিয়াছি, তার আছে কি ওর। ১৩৯।

"অশোক-নিবাসী বিহঙ্গম-দলে
দূত-পদে বরি বলেছি কত ;
কোন রূপে তোমা কূজন-কৌশলে
দিতে সে বারতা হয় বা রত। ১৪০।

"পরে শুন নাথ, অপূর্ব্ব কাহিনী,
যদিও জেনেছ হনূর মুখে,
তবু নিবেদিতে তাহা এ অধীনী,
উথলে অন্তর পরম সুখে। ১৪১।

"তোমার বিরহে একদা নিশায়
কাঁদিতেছি আমি অশোক-তলে
দূরে চেড়ী-দল মোহিত নিদ্রায়
ডুবেছে আরাম আরাম-জলে! ১৪২।

"গভীর নিশীথ! পৌর জন-গণ
অচেতন ঘুমে শবের মত!
নাহি আর শুনি ভীষণ নিস্বন!
নীরব শকুন্ত সামন্ত যত! ১৪৩।

"কেবল কঠোর গর্জ্জন করিয়া,
বেড়ায় পুরের প্রহরিগণে।
মেদুর সমীর সুরব ধরিয়া
আলাপে কুমুদ-লতার সনে। ১৪৪।

"ঝিল্লী-কুল করে সুমোহন স্বন,
  বাজে যেন বীণা প্রকৃতি-করে!
থাকি থাকি "মঞ্জু" বিহঙ্গ-কূজন
  ভাবুক-মানস মোহিত করে! ১৪৫।

"সে রবে এ দাসী রোদন-নিনাদ
  মিশাইয়া মোহে ধর্ম্মের মন।
যার রোষে শেষে লঙ্কার প্রমাদ
  মরে রক্ষ-কুল করিয়া রণ। ১৪৬।

"বসি দাসী ভাসে নয়নের জলে,
  হেন-কালে যেন করুণা-দানে
শাখা পীঠে বসি সুপাতার তলে,
  তুষিল দেবতা আশার গানে। ১৪৭।

"রাম-জয়-রবে দাসীর শ্রবণে
  অদ্ভূত অমিয়া করিল দান!
দেখিলাম আমি ঊর্দ্ধ-বিলোকনে
  হনূমানে, যেন চকিত প্রাণ! ১৪৮।

"নকুল প্রমাণ নামিয়া চরণে,
  নমিয়া তোমার কুশল বলে।
তাহার মধুর-ভারতী শ্রবণে,
  বিস্ময়ের রসে হৃদয় গলে। ১৪৯।

" মায়াপুর, নাথ, রাক্ষস-নিলয়,
কত মায়া-ধারী নিবাসে তথা।
ভাবিলাম কোন কপট-হৃদয়
কহিল বা সেই মধুর কথা। ১৫০।

" কত কথা মোরে কহিয়া সুমতি,
দিল মোরে চিহ্ন-অঙ্গুরী তব।
কিছু অবিশ্বাস আর তার প্রতি
না রহিল, বুঝি যথার্থ সব। ১৫১।

" সে মঞ্জুল মুদ্রা হৃদয়ে থুইয়া
কহিলাম আমি আকুল ভাবে
'হে-মুদ্রে সুন্দরি! রাঘবে ত্যজিয়া
কেন তুমি আজি এ পোড়া বাসে? ১৫২।

" 'তোমারেও তিনি দুখিনী মতন,
কিজন্য ত্যজিলা বুঝিতে নারি।
নিবাসিব আমি এঘোর ভবন
ভাগ্য-লেখা-দুখ ভোগিতে পারি। ১৫৩।

" ' তুমি কেন হেথা? অথবা তাঁহার
কর-গুণে তব গৌরব গত?
কিম্বা শীতলিতে হৃদয় আমার,
উপনীত তুমি দূতীর মত?' ১৫৪।

"কহিলাম পরে, 'বৎস হনূমান!
গুণবান, প্রাণ বাঁচালে মোর।
কহ শুনি কিসে পাইব কল্যাণ?
কেমনে ঘুচিবে বন্ধন ঘোর?' ১৫৫।

"উত্তরিল গুণী সুবচন-দুত;—
'বিফল বিলাপ কি হেতু কর?
উদ্ধারিবে তোমা রাঘব শ্রীযুত
আশুই; জননি ধৈরয ধর। ১৫৬।

"'সাগর-সংখ্যক বানর মিলিয়া,
সাগরের পারে বসেন রাম।
অচিরেই চারু লঙ্কায় আসিয়া,
শমরে নাশিবে কর্ব্বুর-গ্রাম। ১৫৭।

"'প্রতিবার্ত্তা, মাতঃ, দেহ আশু যাই,
জানায়ে প্রভুরে বাঁচাই প্রাণে।
ক্ষুধানলে, দেবি, বড় দুখ পাই,
তোষো সুতে কিছু আহার দানে।' ১৫৮।

"কি দিব তাহারে? কারাগারে দাসী,
পরাধীনা দুখে সময় হরে।
কি পাবে খাইতে হনূ গুণ-রাশি?
কিছুই না ছিল আমার করে। ১৫৯।

" রাজকন্যা আমি রাজেশ-রঙ্গিণী,
কত বস্তু করে করিব দান ;
বিধির বিবাদে কারা-নিবাসিনী,
সহিবে কেমনে সে দুখ প্রাণ। ১৬০।

" মাণিক, মুকুতা, রজত, কাঞ্চন,
কোথা দেব আমি যাচক-করে,
অশ্রু-বিনা নাই পদার্থ এমন,
দিতে মম, নাথ, বানরবরে। ১৬১।

" পড়িল অন্তরে সহসা আমার,
রাবণের দত্ত ফলের কথা।
না হইত মনে স্মৃতির সঞ্চার,
দূরে ছিল তারে বিরহ-ব্যথা। ১৬২।

" তুমি আর তব অনুজ সুমতি,
সুগ্রীব, পাবনি, বানরগণ,
মনে মম হল আকুঞ্চন অতি
তুষি পঞ্চ-ফলে এ পঞ্চ মন। ১৬৩।

" রসাল রসাল সুমধুর অতি
দিয়া পঞ্চ তার হনূর হাতে,
নীরবে করিতে তারে আশু গতি
কহিলাম, রিপু না জানে যাতে। ১৬৪।

" 'বাছা হনূমান, তব কলেবর
অতি ছোট, যেন নকুল মত।
তাই বলি গতি করহ সত্বর।
না হইও কভু কলহে রত।১৬৫।
" নরভুক্ যত রাক্ষস দারুণ
শমন-সেবক এ পুরে চরে!
অবিরত কত কু-পাপে নিপুণ,
কি জানি তোমার জীবন হরে!' ১৬৬।
" উত্তরিল বলী—'কি ভয় জননি?
প্রভু-পদ-বলে ডরাই কারে?
বিনাশিতে পারি এলঙ্কা এখনি,
কার সাধ্য তব সেবকে মারে? ১৬৭।
" 'তনু তর তনু করিয়া লোকন,
হনূরে সামান্য করেছ জ্ঞান?
আশু পারি কায় করিতে বর্দ্ধন,
যদি কর, মাতা, আদেশ দান।' ১৬৮।
" বলিতে বলিতে হনু মহামতি,
বাড়াইল শীঘ্র আপন দেহ।
অতি উচ্চ-তর, ভয়ঙ্কর অতি,
সে রূপ মুরতি ধরে কি কেহ? ১৬৯।

" লোহ-শলা-সম অঙ্গে লোমাবলি
জুড়িল অশোক-অর্দ্ধেক ভাগ !
গগন ছুঁইল শিরে মহাবলী !
নিশ্বাসিল যেন ভীষণ নাগ ! ১৭০ !

" রবি-যুগ জিনি নয়ন যুগল,
উজ্জ্বল অশনি অনল প্রায়
রক্ত-মেঘ যেন যুগ করতল,
রিপু-রক্ষ-পুরী দহিতে, হায় ! ১৭১ ।

" দেখি ভয়ে মম চমকিল মন !
হরষে ভরিল তাপিত হিয়া !
ভাবিলাম নহে বীর সাধারণ,
নিরাপদে যাবে সংবাদ নিয়া । ১৭২ ।

" কহিলাম—'বাছা খর্ব্ব করি কায়,
শর্ব্বরী থাকিতে প্রয়াণ কর ।
নহ ক্ষুদ্র তুমি রুদ্র-রূপি-প্রায়,
পুন পূর্ব্ব-মত মূরতি ধর ।' ১৭৩ ।

" আজ্ঞাধীন বীর অঞ্জনা-নন্দন
মুহূর্ত্তে অল্পিয়া আপন দেহ
আহ্লাদে সুধীর করিল গমন,
না পায় দেখিতে সে কায় কেহ । ১৭৪

" কাঁদিল পরাণ তোমার লাগিয়া,
ভাবিলাম মনে পালাই চুপে।
ধৈরষ-সান্ত্বনা তখনি শুনিয়া
পড়িলাম ভাবী-আশার কূপে। ১৭৫।

" কিছু পরে শুনি ঘোর কোলাহল,
মধু-বনে হনূ রাক্ষস নাশে।
মড় মড়ি ভাঙে পাদপ-সকল!
ছুটে শর-রাশি পাবক-ভাসে! ১৭৬

" হেরিতে আহব চেড়ী-গণ-সনে,
গিয়া দাঁড়াইল দূরেতে দাসী।
তরু-হীন দেখি সে চারু কাননে,
এ ছার-বদনে উদিল হাসি। ১৭৭।

" দেখিলাম তথা বীর শত শত
অক্ষয় কুমার কুমার সাথে
পড়িয়াছে রণে! হয়, হস্তী কত
নাশে হনূ হানি পাদপ মাথে! ১৭৮।

" মেঘনাদ বীর দুরন্ত-মূরতি,
বাঁধিল বাছারে সাপের ফাঁদে!
গর্ব্বিত-শরীর পর্ব্বত যেমতি
বহিল বাহক রাবণ বাসে। ১৭৯।

"হনূর দুর্গতি করি দরশন,
নিরাশ হইল জীবন মম।
বুঝি আর তার না বাঁচে জীবন,
জ্বলিল বিষাদ গরল-সম! ১৮০।

"হেরিলাম, নাথ, কিছু কাল পরে,
গিলিল আগুনে সোণার পুরী।
হু-হু-স্বন মিশি কৌনপের স্বরে,
অধীরিল দেশ আনন্দ দূরি। ১৮১।

"লঙ্কার-বিভব নহে অল্পতর।
ভস্ম-ময়, মরি, মুহূর্ত্তে সব!
পশু, পক্ষী, রক্ষ, মরিল বিস্তর!
আছে সে বারতা বিদিত তব। ১৮২।

"কি কাজ বিবরি? শুন প্রিয়বর!
দহি লঙ্কা হনূ বিদায় হয়।
এ দাসী ধরিয়া আকুল অন্তর,
রিপু-বাসে করে জীবন ক্ষয়। ১৮৩।

"মুনির মহিলা দেখিয়া যেমন,
বনে গতায়াত নিষাদ করে,
মহা-লোভে তথা পাপী দশানন
নিত্য আসে যায় আমার তরে। ১৮৪

"তার পরে যবে তোমার সহিত,
ভীম-তম রণ লাগিল তার,
সমর-সংবাদে সদা তুষ্টচিত
হইত না কামী আসিত আর। ১৮৫।

"একদা পাপীর প্রমুখ তনয়
মায়ামুণ্ড তব লইয়া হাতে,
দেখায় দাসীরে! উড়িল হৃদয়
পড়িলাম আমি মূরছি তাতে। ১৮৬।

"সরমা পরম স্নেহ-বিধায়িনী,
তোমাদের, নাথ, কুশল বলে।
সেই মম তদা জীবনদায়িনী।
পুন পড়িলাম আশার জলে। ১৮৭।

"ক্রমে হত যত রাক্ষস পামর।
মহা ঝড়ে যেন বৃহৎ দেশ
সমাকুল লঙ্কা, তোমার সমর
করিল সকল জীবন শেষ! ১৮৮।

"পুন দেব, দেব, সদয় সম্প্রতি
পাইলাম তব চরণ দেখা।
সদা যেন দয়া থাকে মোর প্রতি,
এরূপ ললাটে আছে কি লেখা? ১৮৯।

" তোমার বিহনে রাক্ষস-ভবনে,
কোন্ দিনে দাসী ছাড়িত প্রাণ,
দেখিতে কেবল যুগল চরণে,
রেখেছি তাহারে করিয়া মান। ১৯০।
" তব সমাগম-আশার লতায়,
শীতলিত সদা হৃদয় মোর।
কে বাঞ্ছে বে পাপ আপন-হত্যায় ?
তাই যাচি নাই মরণ ঘোর। ১৯১।
" তব সহবাস-সুখের লাগিয়া,
অমরী হইতে বাসনা করে।
দেখি তোমা তোবে গলে যায় হিয়া !
সে সুখ সকল সন্তাপ হরে। ১৯২।
" যেমন মূরতি. তেমনি বচন,
গুণের ইয়ত্তা করিতে নারি।
এই সব কথা করিতে স্মরণ,
হৃদে উদে তদা পুলক ভারি। ১৯৩।
" সৌভাগ্য-গরিমা উপজে তখন,
অগোচরে হাসি অধরে বসে।
অঙ্গে যেন ঘন লোমের কম্পন !
বুকের বসন কেন বা খসে ! ১৯৪।

" নিদ্রা যাও, নাথ, নিশা যায় যায়!
আবার করিব আলাপ যত।
কি কাজ স্মরিয়া সে সব কথায়?
যে সব যাতনা হয়েছে গত। ১৯৫।

" বিভু পদে এবে এই নিবেদন,
নিরাপদে কাল হউক লয়।
আর যেন কোন দৈব-বিড়ম্বন
না পড়ি সুখের নাশক হয়।" ১৯৬।

চতুর্থ সর্গ।

মহামানী দুর্য্যোধন রণ-গমন সময়ে তদীয় প্রণয়িণী ভানুমতী দেবীর উক্তি।

পণ পালি পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়
সুযোধন পাশে প্রেরিলা দূত
চাহি ভূমি-ভাগ উচিত বিষয়,
চিরদিন তারা বিনয়-যুত। ১।

মহামানী, মত্ত, মূঢ় দুর্য্যোধন
বধির শ্রবণ চাটুর রবে।
সে বিনয় কিছু না করি শ্রবণ,
নাশিতে ইচ্ছিল আত্মীয় সবে। ২।
সূচী-আগা আঁটে যে মাটি-কণায়,
জ্যামিতির বিন্দু উপমা যার,
বিনা রণে তাও খলের কথায়
দিবে না, করিল যুকতি সার। ৩।
কপট শকুনি কর্ণ দুঃশাসন-
সাহস-বচন বীজন করি,
দীপিল পাপীর লোভ-হুতাশন,
বাঞ্ছিল বিবাদ কুমতি ধরি। ৪।
ভুবন-বিজয়ী ভূপতি-নিচয়,
সহস্র সহস্র সৈনিক সনে,
উপনীত সেথা সোৎসাহ-হৃদয়,
বিজয় বাসনা করিয়া রণে। ৫।
উভ-দলে মিলি মহাবলি-গণ,
পাতিল শিবির সমর-ভূমে।
উথলিল অতি তোষের স্বনন,
মাতিল সকলে উৎসব-ধূমে। ৬।

স্থরঙ্গ, তুরঙ্গ, মাতঙ্গ দুর্ব্বার,
রথ নানারূপ পদাতি কত,
সাজে শ্রেণীবদ্ধ কিবা চমৎকার !
হায় রে, মহতী মেলার মত ! ৭ ।

বাজে বাদ্য ; সাজে সৈন্য অগণন ;
হেষে অশ্ব ; গজে গরজে ঘন ;
অসংখ্য শূরের হুঙ্কার ভীষণ
মুহুঃ স্বনে যেন অকাল ঘন ! ৮ ।

ভোঁ ভোঁ রবে বাজে ভেরী ভয়ঙ্কর ;
ধূ ধূ-ধ্বনি করে অযুত তূরী ;
পত পত-স্বরে কেতন সুন্দর ;
শর সন সনে পূরিল পুরী ! ৯ ।

সাজিল শূরেন্দ্র-সিংহ সুযোধন,
সোণার কিরীট শোভিল শিরে !
অঙ্গে বর্ম্ম, পৃষ্ঠে চর্ম্ম সুভীষণ,
তূণীর পূরিত সু-খর-তীরে । ১০ ।

আঁটিলা সুকটি দিয়া সারসন,
গ্রীবায় পিনদ্ধ বাঁধিলা সুখে ।
সুকঠিন করে ঘোর শরাসন
ধরিলা, উৎসাহ উজ্জলে মুখে ! ১১ ।

সাজি বীর-বেশে বীর-চূড়ামণি
বন্দি অন্ধরাজ জনকে ধীরে,
গেলা মন্দে যথা গান্ধারী-জননী,
বাহি তনু-তরি ভকতি-নীরে। ১২।

নমি মাতৃ-পদে লভিয়া বিদায়,
পশিলা সহর্ষে বিলাস বাসে,
যথা ভানুমতী আকুল চিন্তায়,
বসি অধোমুখে রোদনে ভাসে। ১৩।

পতির অশুভ ভাবিয়া যুবতী,
মলিনা নিয়ত চিন্তার তাপে।
বিষম অরুচি অন্ন-জল প্রতি
সতত সঘনে শরীর কাঁপে। ১৪।

দ্বিরদ-রদন-রচিত পাটিতে
বসিছে, উঠিছে, লুটিছে পুন,
পাশে দাসী-দল সকরুণ চিতে,
বীজনি সে তাপ করিছে দুণ। ১৫।

প্রেম-বতী সতী পতি-অদর্শনে,
ক্ষণকাল ভাবে যুগের মত।
রতি যেন মরি না হেরি মদনে,
বিরলে বসিয়া বিলাপে কত। ১৬।

নীরবে নিকটে বসে অধোমুখে
গায়িকা-রঙ্গিণী সঙ্গিনী শত।
সবে অসুখিনী দেবীর অসুখে
মনের উৎসাহ হয়েছে হত। ১৭।

বেণু, বীণা আদি দূরে পরিহরি,
বিরস-বদনা বসিয়া সবে।
লতা-শোকে যথা কোকিলা সুন্দরী
মধু-বিনা ত্যজে মধুর রবে। ১৮।

সহসা উজলি সে সদন-স্থর
বিস্মিত-কৌরব রবির প্রায়,
উঠি সতী ফুল্ল নলিনী সোসর,
বসাইলা ধরি আদরে তাঁয়। ১৯।

বীর-বেশ তাঁর করি বিলোকন,
কাঁপিল অন্তর বিষম ডরে।
বুঝিলা মহিষী রণ-আকিঞ্চন
একান্তই তাঁর নিয়তি-তরে। ২০।

বিষণ্ণ-বদনা ভাবিয়া ব্যাকুল,
দুকূল তিতিল নয়ন-নীরে।
সম্মুখে বিপদ-সাগর অকূল
হেরি, সতী কাঁদি কহিলা ধীরে। ২১।

" অসময়ে, নাথ, শূর-সাজ ধরি,
তুষিলে আসিয়া নয়ন মোর ;
এবেশ নিরখি অনুমান করি,
বাদ-সাধ তব হয়েছে ঘোর। ২২।

" শুনিবে না আর নিষেধ বচন,
অশুভ উপজে আনিতে মুখে ;
তবু মন যেন না শুনে বারণ,
উগরে আক্ষেপ অতুল-দুখে। ২৩।

" কুটিল মাতুল কর্ণের কথায়,
ভ্রাতার মমতা ছাড়িলে তুমি।
ঘোর পণ-পঙ্কে মাখাইলে কায়,
না দিবে পাণ্ডবে কিঞ্চিৎ ভূমি। ২৪।

" আশীবিষ-বিষ না জানে যে জন,
পারে সে দলিতে গরল-ধরে ;
না জানে যে গুণে অনল কেমন,
শিশু সে পাবক পরশ করে। ২৫।

" পৌরব-পারীন্দ্র কত বলবান,
কৌরব-করীন্দ্র জানে তা ভাল।
তবে কেন মূঢ় মূষিক সমান,
হেরিতে নারিল বিপদ-জাল। ২৬।

" ধর্ম্ম-রাজ যিনি ধর্ম্মের মূরতি ;
অমন সহিষ্ণু জগতে নাই।
ছলে তারে দিলে কতই দুর্গতি ;
উদার অন্তরে সহিল তাই।২৭।

" ভীমের ভীমতা করিলে স্মরণ,
শুকায় শরীর দারুণ ভয়ে।
ভ্রমে কালকরী মূরতি ভীষণ,
অগ্রজ-অঙ্কুশে সুধীর হয়ে। ২৮।

" শুনিয়াছে দাসী পুরোচন যবে
রচিল জতুর দারুণ গেহ
বারণাবতেতে, পাণ্ডবেরা সবে
গেল প্রতারণা না জেনে কেহ। ২৯।

" সদয় বিধাতা তাহাদের প্রতি,
বিদুর দূরিল বিপদ সেই।
পোড়াইল ভীম সচিব কুমতি
পুরোচনে, ফল পাপীর এই। ৩০।

" হেলায় হিড়িম্বে বিনাশি কাননে,
হিড়িম্বা-রমণ হইল বলী।
ধিক সেই ছার রাক্ষসী-জীবনে
বধিল ভ্রাতারে কামেতে গলি। ৩১।

" বক-রক্ষ-বনে করিয়া বিনাশ,
এক-চক্রা-জনে তুষিল বীর।
অনুজ সাহায্যে দ্রুপদ-নিবাস
রোষে শোষে কত জীবন-নীর। ৩২।

" মৎস্য দেশে ঘোর কুম্ভীর প্রমিত
শতানুজ সহ কীচক মীনে
বিনাশিল ভীম। শুনি কাঁপে চিত!
নাই বল তেন ভুবন-তিনে। ৩৩।

" জরাসন্ধ করী যে হরি-নখরে
গলিত-মস্তক মরিল, নাথ!
দয়ার সুগন্ধ নাই কলেবরে,
কে বাঞ্ছে বিবাদ তাহার সাথ। ৩৪।

" স্মরি কাঁদে সদা পরাণ আমার,
করিয়াছে ভীম কঠিন পণ!
ঊরুতে করিয়া গদার প্রহার
লইবে তোমার জীবন-ধন! ৩৫।

" শমন কনিষ্ঠ প্রতিম তাহার,
সুভীম শরীর হেরিলে পরে,
কার মনে নহে ভয়ের সঞ্চার,
হেন কোন বীরে ধরা কি ধরে? ৩৬।

“ চির অরি তব সেই দুরাশয়,
অগ্রজ-আদেশ-পিঞ্জর-বাসী
ঘোর বাঘ। তাহা জান, মহাশয়,
আর কি কহিবে অধিক দাসী। ৩৭।

“ ভীমরূপ তিমি সমর-সাগরে
কৌরব-শোণিত-আশয়ে ভ্রমে,
কুছলা শুনিয়া অভয় অন্তরে
চলিলে তাহার সম্মুখে ভ্রমে। ৩৮।

“ কিরীটীর যত যশের ভারতী
জান তুমি তবু নিবেদি কিছু;
বারেক বিচারি দেখ মহামতি
যে হয় উচিত করিও পিছু। ৩৯।

“ স্বয়ম্বরে জিনি লক্ষ রাজ-গণ,
দ্রৌপদী সতীরে বিবাহ করে,
নাশি দৈত্য তুষি বাসবের মন
অক্ষয়-মুকুট মাথায় ধরে। ৪০।

“ বাহু-বাদে নাকি মহাদেব নিজে,
প্রাপ্ত-পরাজয় কিরাত-রূপে;
ভয়াম্বুতে কার শরীর না ভিজে
শুনি কে না পড়ে বিস্ময়-কূপে? ৪১।

"যাদব-রাজীব করিল দলন,
করি-রূপে ভদ্রা-করিণী তরে ;
দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ মোহবিচেতন
ছিলা মৎস্য-দেশে যাহার শরে। ৪২।

যুগল-তপন সমর-গগনে
সহদেব সহ নকুল বীর।
পতঙ্গ কি রঙ্গে দহিতে জীবনে
যাইবে পাইতে ময়ুখ-তীর। ৪৩।

"কুটিল মন্ত্রীর মন্ত্রণা শুনিয়া
দিয়াছ তাদিগে যাতনা কত ;
ধর্ম্মে পরিপূর্ণ তাহাদের হিয়া,
সকল বিপদ হইল গত। ৪৪।

"কপট-দেবন-বাগুরা পাতিয়া
ধরেছ তাদের সৌভাগ্য-শশ ;
দেহ ছাড়ি ফিরে স্নেহ বিকাশিয়া
উজলহ নিজ বিপুল যশ। ৪৫।

"কেন শুন তুমি কর্ণের ভারতী,
জাননা তাহার দুর্গতি রণে ;
পরাজয়-পথে করিয়াছে গতি
বারবার যুঝি বিজয়-সনে। ৪৬।

"দেখাইতে স্বীয় প্রতাপ পাণ্ডবে
ধরিলে প্রভাস গমন-ঘটা;
অরাতি অন্তর অগোচর সবে
ভাবিলে ক্ষেপিবে পাগল কটা। ৪৭।

"মহামনা তারা বনের ঈশ্বর,
সদা খেলা করে শ্বাপদ সনে;
মাতঙ্গ কুরঙ্গ তব অল্পতর
কি দিবে তরাস তাদের মনে। ৪৮।

"চিত্রসেন সনে সমর যখন,
গন্ধর্ব্বে বেড়িল রমণীগণে।
কি করিল-কর্ণ শকুনি তখন?
পলাইল সেই তুমুল রণে। ৪৯।

"তব সনে বাঁধি ললনা-নিচয়ে,
নিতে ছিল মূঢ় আপন বাসে;
জনৈক সপক্ষ নাহি সে সময়ে,
পাঠাইলে দূত ধর্ম্মের পাশে। ৫০।

"অবিলম্বে ভীম অর্জ্জুন আসিয়া,
উলটি বাঁধিল গন্ধর্ব্ব-রাজে;
ভ্রাতৃ-পাশে গেল মুহূর্ত্তে লইয়া,
মলিন সে রিপু বিষম লাজে। ৫১।

"সেই শূরাধম কর্ণের কথায়,
হেন বন্ধু তুমি ছাড়িলে, হায়!
হানিলে কুঠার মায়ার মাথায়!
মানের কবচে ঢাকিলে কায়! ৫২।

"কত সমাদর করিল তোমায়,
ধর্ম্মরাজ. তাহা আছে কি মনে?
সকল ভুলিয়া কৃতঘ্নের প্রায়,
তাহারি বিনাশ বাঞ্ছিলে রণে? ৫৩।

"জানি, নাথ, যার উপকার পাই,
প্রতিহিত তার করিতে হয়;
বিপরীত তার করিলে, গোঁসাই,
ত্যজিলে কি, মরি. পাপের ভয়? ৫৪।

"লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হলে শ্বাপদ কখন
লোভেনা শুনেছি তাহাদের আর;
পাণ্ডব-অহিতে বিফল-সাধন
হইলে, হে নাথ, কতই বার। ৫৫।

"তবু না ঘুচিল সে অসূয়া তব,
কর্ণের রসনা-বাঁশরী-রবে
মুগ্ধ তুমি, আর আছে কি সম্ভব
তব শির, সেই থাকিতে ভবে?। ৫৬।

"সৌর-মানী সেই সূতের নন্দন,
কেবল সতত বিবাদ চায়;
তব চিত্ত-সরে কমল সে জন,
বিধু-বুকে শশ-কলঙ্ক, হায়! ৫৭।

"গুণ-পক্ষ পাতী তোমার হৃদয়,
গলিলে বীরেন্দ্র পরের গুণে!
ভুলি ভ্রাতাদের যশের বিষয়,
বংশ বংশ দিলে ছলনা-ঘুণে। ৫৮।

"শূর-গুরু দ্রোণ ভীষ্ম মহামতি
যদিও তোমার স্বপক্ষ আছে,
স্নেহ-চক্ষু তবু তাহাদের প্রতি,
অজানিত নহে তোমার কাছে। ৫৯।

"রবি-যুগ্ম শুষি কৌরব-জীবন
আশিব-বচন কিরণ-বলে
পরোপরি করে উৎসাহ বর্ষণ
আশীর্ব্বাদি সদা বাণের ছলে। ৬০।

"মনোযোগ তারা না করে সমরে
গোগৃহ-আহব প্রমাণ তার
একা পার্থ জিনে কৌরব-নিকরে
ভুবন বিশ্রুত প্রশংসা যার। ৬১।

" মোহ-অভিভূত সকলে যেমন
আছিলে পড়িলে ভীমের করে
তবে বুঝি প্রাণ হারাতে রাজন
প্রলয় ঘন কি সুবন ধরে। ৬২ ।
" না শুনিয়া যদি আমার বারণ.
হে কান্ত, একান্ত যাইবে রণে,
তবে এই পদে করি নিবেদন
যুঝিও না নিজে পরের সনে। ৬৩।
" ভীষ্ম. দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, দুঃশাসন,
অশ্বত্থামা, কৃপ, শকুনি শূর
ক্রমে যেন এরা আগে করে রণ
হয় যেন তব বিপদ দূর। ৬৪।
" মদ-কল-করি ভীমের সম্মুখে
কখন না যাবে মিনতি মোর ;
কোপাতুর শূর চির মনোদুখে
তবোপরি আছে অসূয়া ঘোর। ৬ ।
" দুরন্ত হিংসক নাগের সমান
মুক্ত-পদে তব বিপদ-বনে
চরে বাঘ, নাথ, হও সাবধান,
না করিও রণ তাহার সনে। ৬৬।

" করেছ তাদের অপমান যত,
ভুলে নাই তার অন্তরে আছে ;
, পাথরে অঙ্কিত অঙ্কচয় মত
নাহি অব্যাহৃতি তাহার কাছে। ৬৭।

" কপট-দেবনে লভি পরাজয়
বসেছিল মৌনে পাণ্ডব যত
দেখালে কৃষ্ণায় নিলাজ হৃদয়
গুরু-উরু ঘোর কামুক মত। ৬৮।

" দ্রৌপদীর দশা করিতে দর্শন
অদূরে দাঁড়ায়ে ছিল এদাসী
দেখেছি ভীমের মূরতি যেমন
স্মরিতে আশঙ্কা উপজে আসি। ৬৯।

" লোহিত-লোচন লুলাপ যেমন
তাপিত অতীব আতপ-তাপে
ঘন ঘন করে নিশ্বাস ক্ষেপণ
বন্ধন-বিরাগে শরীর কাঁপে। ৭০।

" উঠে বসে বৃথা নিবদ্ধ-চরণ,
যাইতে ন পারে নিপান-পানে।
তব বাক্য তাপে তাপিত তেমন,
ভীম বীর অতি অধীর মানে। ৭১।

"আরক্ত নয়নে নিশ্বাসি সঘন,
দংশিল অধীর অধর দাঁতে।
ধর্ম্মমুখ মুহুঃ করিলা লোকন
আদেশ কামনা প্রকাশ যাতে। ৭২।

"মহাদাপে বীর ছাড়িতে আসন
অগ্রজ নয়ন বারিল তায়
গরজিল যেন ঘোর পঞ্চানন
অভিমানী জাল-জড়িত প্রায়। ৭৩।

"কহিল হুঙ্কারি বীর যে বচন
শুনি সিহরিল এ বুক মম!
আচম্বিতে শঙ্খ টুটিল তখন
অভাগিনী বলি উদিল ভ্রম। ৭৪।

"যে পণ করিল বীর বৃকোদর
রাক্ষস কৌরব-কুসুম-কীট
যুঝো যদি তার সনে, প্রাণেশ্বর!
লবে তবে তব জীব নীট। ৭৫।

"বিচার সমীর সে ঘোর হৃদয়-
কাননে না বহে বিবাদ-কালে
তাই পদ-যুগে এই দাসী কয়
না ঘাঁটিও নাথ অকালে কালে। ৭৬

"কি লজ্জা দারুণ দেবর যখন
বিবাসা করিতে কুলের নারী
চেষ্টিল, ঘটিল বিচিত্র যেমন
জান তুমি তাহা বুঝিতে নারি। ৭৭।

"শুনিলাম ত্বরা বাসুদেব নাকি
সদয় সতত সতীর প্রতি
বারি তার লাজ, অদর্শনে থাকি
বিফলিলা সেই প্রয়াস অতি। ৭৮।

"কেশব-কটাক্ষ-কবচে যখন
অরি-কলেবর আবৃত সদা,
বিজয়ে বিশ্বাস আছে কি তখন
হায় রে, সে ভ্রান্তি বিপদ-প্রদা। ৭৯।

"কি জানি কেন বা এজীবন মোর
কাঁদে সদা ভাবি অশিব তব,
জাগি করি বঁধু নিত্য নিশা ভোর
নিরখি নয়নে আঁধার সব। ৮০।

"মুদিলে নয়ন তখনি স্বপন—
না জানি কি বাদ তাহার সনে—
দেখায় দাসীরে কত কুদর্শন,
বিলাপিয়া জাগি আকুল মনে। ৮১।

" ছুরি দিয়া যদি চিরিয়া হৃদয়
দেখাইতে দাসী পারিত কভু,
দেখাইত চিত-যাতনা-নিচয়
কি কাজ বলিয়া বচনে প্রভু। ৮২।

" নারী আমি নারি উপায় করিতে
হরিতে মনের বেদনা ভার,
হা হুতাশ শুধু অধীরিত-চিতে
করিলে কি পাব বিপদ-পার ? ৮৩।

" শুনিলাম তুমি দ্বারকা নগরে
কেশবে কলহে বরিতে গেলে,
শিরোদেশে তার বসি মানভরে
বিধাতার ছলে তারে না পেলে। ৮৪।

" প্রতারিলা তোমা সংসপ্তক দিয়া
রিপুর সারথি হইয়া হরি ;
তখনি ত্রাসিল শুনি মোর হিয়া
বুঝিলাম জেতা হইবে অরি। ৮৫।

" প্রথমে জনমি নন্দের ভবনে
গোময়ে সুরভি-প্রসূন-মত,
পুত-রূপে নাশি পূতনা-জীবনে
অঘ বকে হরি করিলা হত। ৮৬।

"করেছে কাটিল্লা রজকের শির,
সে সব বারতা শুনেছ কাণে ;
ভাঙি ধনু বধি কংসাসুরে বীর
জয়িলা মথুরা প্রচুর মানে। ৮৭।

"কপট কংসারি-নাশক-ঠাকুর
ভগবান মহা মানব-রূপে,
যার ডরে সদা কাঁপে তিন পুর
জিনিয়াছে কত সুবীর ভূপে। ৮৮।

"দ্বারকা-বিহারে রুক্মিণী-হরণ
বিপুল বীরতা বিকাশে তাঁর
বাসবাদি যত সুর-শূর-গণ
পরাজিত হায় নিকটে যার। ৮৯।

"অল্প কথা কল্প-কুসুম কারণ
দেবেশের দর্প করিলা চুর,
হেন জন তব বিবাদী যখন
তখনি হয়েছে ভরসা দূর। ৯০।

"পিতা মহাগুরু বিদুর বিদ্বান
নিবারিল তোমা করিতে রণ,
অধীর হিংসায় বধির সমান
না ছাড়িলে তবু বিবাদ-পণ। ৯১।

"মহারথ যারা সমর-পণ্ডিত
অনিচ্ছায় ধনু ধরিলে, হায়!
হবে কি আহবে কুশল নিশ্চিত
কেমনে করিব প্রত্যয় তায়! ৯২।

"কি করিবে একা রাধার নন্দন?
সবল অঙ্গুলি বিহীন যেই।
শরাসন গুণ করিতে কর্ষণ,
তদুচিত তার শকতি নেই। ৯৩

"আর আর তব যত বীর আছে
অরাতি হইতে বীরতা কার
বেশী? কি সাহসে যাবে তার কাছে?
নিজে নারায়ণ সহায় যার। ৯৪।

"দেখিয়াছি উঠি প্রাসাদ-শিখরে
সৈন্য-সমাবেশ এখনি তব,
উৎসাহ-লহরী সৈনিক-সাগরে
না উঠে, কেনবা মলিন সব? ৯৫।

"হয়, হস্তী, উষ্ট্র, খরের নয়নে
বহে নীর, নাহি সতেজ গতি।
সহসা প্রাচীর বিতান-পতনে,
পেয়েছি পরাণে তরাস অতি। ৯৬।

"যাবে যদি, রণ করো সাবধানে।
পোড়া ভালে মম কি আছে লেখা?
এ মিনতি করি তব সন্নিধানে,
নিত্য যেন পাই দু-পদ দেখা। ৯৭।

"করিয়া অভেদ্য ব্যূহ বিরচন,
আপনি থাকিও গোপন ভাবে।
এত এত যোধ অধীনে যখন,
কেন রণে নিজে প্রয়াস পাবে? ৯৮।

"যাও তবে স্মরি শিব গণপতি,
শিব সহ সুখে আসিও ফিরে।
বিভু পদে এই মনের মিনতি,
পদ-যুগ যেন নিরখি ফিরে।" ৯৯।

ঝরিল নয়ন বলিতে এরূপ,
মুছিলা সে অশ্রু আঁচলে সতী।
শিব শিব বলি দুর্য্যোধন ভূপ
বাহিরিল ধরি শ্লথ গতি। ১০০।

ঊর্দ্ধ-করা অতি অধীরা যুবতী,
কুলদেবে ডাকি কহিলা তদা,
"হে দেব! সদয় হও মোর প্রতি,
বিজয়িনী করো নাথের গদা। ১০১।

" ভানুমতী-আঁখি-রঞ্জন-অঞ্জন,
কলিজা-কুসুম, মাথার মণি,
তব পদে দাসী করিল অর্পণ।
খুলো, দেব, তব কৃপার খনি। ১০২।
" সাবধানে রাখি এ হৃদি-রতন
ফিরে দিও, পিতঃ, দাসীর করে,
তব পদে এই করি নিবেদন;
শুভে যেন শূর ধনুক ধরে।" ১০৩।

পঞ্চম সর্গ।

বনবাস গমনকালে বীরকেশরী লক্ষ্মণের প্রতি
তদীয় প্রণয়িণী ঊর্ম্মিলার উক্তি।

শরযূর বুকে হাটক-নগরী
ভূতলে অতুল মহিমা যার,
অযোধ্যা, তুলিয়া কুদৈব লহরী,
বহে আজি তাহে বিলাপ যার! ১।

রাজতায় রাম হইবে বরিত,
শুনি জন-মন ভাসিল হর্ষে।
বিধির অসূয়া আসি আচম্বিত,
মন্থরা-রূপিণী বিষাদ বর্ষে। ২।
নীরব বাজনা ; বিরত নর্ত্তন ;
বীরের বদনে হুঙ্কার নাই ;
ডঙ্কার নিনাদ না করি শ্রবণ ;
শুধু শোক-শব্দ শুনিতে পাই ! ৩।
কেকয়ী-কুভাস-ভীষণ-পবন
উড়াইল দূরে আনন্দ ঘন।
প্রাচীর বিতান লভিল পতন !
কুরবে রবিল কেরব গণ। ৪।
হত-মতি শোকে ত্যজি লাজ ভয়
পৌরজন যত করিছে গান
কেকয়ী-অযশ-শোক-পদ-ময়,
মিশাইয়া তাহে রোদন তান। ৫।
মল্ল, ঝল্ল, সূত, বন্দী অগণন
শোকাহত, পড়ি মৃতের মত।
পুর-পতি ত্যজি রাজ-সিংহাসন,
ভূতল-শয়নে রোদনে রত। ৬।

কুল-ধর দুখ করি দরশন,
কাঁদিয়া লোহিত লোচন রবি,
নিজ বাসে দুখে করিল গমন,
ঢাকিতে সলাজ আনন ছবি। ৭।
নিশার শিশির শোকাশ্রু তাঁহার
ঝরিল বিধুর কিরণ সনে,
কোটি মণি করে আলোক সঞ্চার।
সুধা পীয়ে নাচে চকোরগণে। ৮।
প্রমোদ-কাননে কনক-সদনে
বিলাপ-নিরত লক্ষ্মণ-প্রিয়া
ঊর্ম্মিলা! বসেছে অবাক-বদনে
রঙ্গ আলিকুল আকুল-হিয়া। ৯।
সরলা নামেতে সরল-চরিতা
সখীরে সম্ভাষি কহিলা সতী,
শিথিলিত-গুণা বীণা উপমিতা
অথবা কুররী কুররী প্রতি। ১০।
কহিলা;—"সরলে! হায় রে, স্বজনি!
শুনেছি নাথের নিঠুর পণ,
পিতার নিদেশে রাম-রঘু-মণি
সনে মোর প্রভু যাইবে বন। ১১।

" ক্ষীণ-প্রাণা আমি নবীন যুবতী,
সহজ আয়াসে কাতরা হই।
ভবনে ভুঞ্জিব বিরহ দুর্গতি,
সঙ্গে গেলে হয় মরণ, সই! ১২।

" রাম-রূপে ডোবা দিদির জীবন,
প্রিয়-সহ নাকি পশিবে বনে?
কার মুখ দেখি থাকিব এখন?
কি বলে বুঝাব এ পোড়া মনে? ১৩।

" যাও, সই, আনো সখারে ডাকিয়া,
কাঁদিয়া লুঠিব যুগল পায়।
না জানি কি হেতু দাসীরে ভুলিয়া,
এখনো বাহিরে নিদয় প্রায়। ১৪।

" নিজ জাতি-গুণে অচলিত-মনা
সেই শূর-নিধি সতত জানি,
করিলেও শত দুখ আলোচনা,
থাকিবেনা বাসে নিষেধ মানি। ১৫।

তবু, সখি, দেখি যতন করিয়া,
কেন সে রতন হারাই হেলে?
নারিব থাকিতে ধৈরজ ধরিয়া
কখনই, বঁধু বিপিনে গেলে।" ১৬।

কহিলা সরলা (বিলাস-বাঁশরী
নিনাদিল যেন কোমল-স্বরে !)
" কিছু কাল, সই, থাকো ধৈর্য্য ধরি,
এখনি পাইবে নাগর-বরে। ১৭।

এসেছে রজনী, আসিবে সে চাঁদ
হিয়া-কুমুদিনী তুষিতে তব,
আশুই, কি হেতু গণ লো প্রমাদ ?
কেন কর, সই, বিলাপ-রব ? ১৮।

" তব প্রেম-বারী* বাঁধা সে বারণ,
ভাবের ইঙ্গিতে নিয়ত নত।
তুমি যদি তারে কর নিবারণ,
কভু না হইবে যাইতে রত। ১৯।

" জীবন-পুত্তলী রতিরে ছাড়িয়া,
বিষাদ-বিষেতে দহিতে কাম
পারে কি লো, সই, দেখ বিবেচিয়া ?
কোথা যাবে সেই গুণের ধাম ? ২০।

" খুলি, সুধামুখি, মনের দুয়ার,
কি লাজ ? কি ভয় প্রীতির কাছে ?
একে একে পদে দিও উপহার
বিনতি রতন যতেক আছে। ২১।

---

* বারী—হস্তীবন্ধনের পরিখা অর্থাৎ গড়।

"প্রিয়ার প্রেমের মধুর কূজন
ভুলি, কবে পিক কঠিন মনে
ছাড়ে কেলি-কুঞ্জ-সুখের ভবন?
দহে লো দহনে হৃদয় বনে।" ২২।

এই মত কত প্রবোধ বচনে,
করিছে শীতল সতীর মন
সেই রামা, মরি, সহসা নয়নে
হেরিল সখীর জীবন-ধন। ২৩।

"অই যে আসিল তোমার নাগর"
বলি দেখাইল অঙ্গুলী তুলি,
"কই, কই, কই" সুমধুর স্বর
ভাষিলা ললনা সোহাগে ভুলি। ২৪।

নমি পদে যথা বায়ুর বীজনে
কনক-লতিকা চম্পক-মূলে,
কর ধরি ধনী বসায়ে আসনে,
প্রেমে দিলা, মরি, মানস খুলে। ২৫।

সজল নয়ন হেরিয়া পতির,
ডুবিলা যুবতী বিষাদ-হ্রদে।
শুকাইল মুখ! অন্তর অধীর!
নিবেদিলা সতী পতির পদে—। ২৬।

"অয়ে প্রাণনাথ হৃদয়-রতন!
আঁখিযুগে নীর নিবাসে কেন?
কি কারণে, প্রভু, মলিন আনন?
উষা-ভাগে নিশা-নাগর যেন। ২৭।

"নাই সে সকাম-অপাঙ্গ-ঈক্ষণ,
অধরে না ধরে বিদ্যুত-ভাতি।
কি হেতু নীরব মাধব-মোহন
পিকরাজ? হেরি বিদরে ছাতি। ২৮।

"বুঝিয়াছি আমি কারণ ইহার,
যদিও ফুটিয়া না কহ তুমি।
তরুণে ত্যজিয়া তরুণী সংসার,
আঁধারিবে আশু কোমল ভূমি। ২৯।

"কুটিল শাশুড়ী কাটারী হইয়া,
শ্বশুরের গলা কাটিতে চায়।
প্রাণাধিক পুতে বনে পাঠাইয়া,
কেমনে ধরিবে জীবন, হায়! ৩০।

"শুনেছি পালিতে জনক-বচন,
সদয় ভাশুর যাবেন বনে।
কামিনী-কুবোলে শ্বশুর সুজন,
অসুর হইলা দারুণ পণে। ৩১।

" তুমি তাঁর, সখে, চির-অনুচর,
অনুগ হইবে তাঁহার নাকি?
শুনিয়া গরলে ভরিল অন্তর!
বিপদের আর আছে কি বাকি? ৩২।

" নব বধূ দাসী সলাজ-হৃদয়,
করেছি চরণে কত বা দোষ,
কিসে বঁধু বল হইলে নিদয়?
কেন উপজিল মনের রোষ? ৩৩।

" মুহূর্ত্তে নারিলে হেরিতে আনন
তোমার, যে তাপে পুড়িয়া মরি,
কি বলিব মুখে? জানে সেই জন,
যার স্নেহে পুন জীবন ধরি। ৩৪।

" কোথা রঘু-নাথ হবেন ভূপতি,
বিধাতার এ কি নিদয় বিধি!
কোথা হর্ষে মহা বিষাদ-যেমতি
গহনে চলিলা গুণের নিধি। ৩৫।

" হায় রে, মস্তকে মুকুট যাহার
শোভিবে, সম্ভব আছিল আগে,
জটাজূট হবে ভূষণ তাহার।
ভাল কি সে সাজ রাজার লাগে? ৩৬।

"রাজবেশ কত রতনে খচিত,
পরিবে যে জন পরম সুখে।
করি কলেবর বাকলে আবৃত,
কেমনে বাঁচিবে মরম দুখে? ৩৭।

"তুমি তার সাথে পশিবে কানন,
ত্যজিবে দাসীরে ভেবেছ মনে।
কেমনে বহিব এ নব যৌবন,
বিদায়িয়া তোমা গহন বনে? ৩৮।

"সুকোমল তনু তুমি, গুণ-ময়,
রবি-করে গলো মাখন মত।
কেমনে বিপিনে যাপিবে সময়?
ভোগিবে কঠোর যাতনা যত? ৩৯।

"নিতান্তই যদি এ পাপ-সংসার
কেকয়ী-নাগিনী-নিবাস-বিল
পরিহরি, যাবে করিয়া আঁধার,
না হবে শোচনা তোমার তিল। ৪০।

"তবে তব সনে পশিব কানন
আমি অভাগিনী। কি কাজ বাসে?
সহচরী-বেশে সেবিব চরণ
তোমার, নিয়ত নিবাসি পাশে। ৪১।

" কর আজ্ঞা, প্রভু, অম্লান বদনে
খুলিয়া দুকূল বাকল পরি।
বেণী বিনিময়ে পরম যতনে
জটা-রাজী আজ মাথায় ধরি। ৪২।

" মিশায়ে সিন্দুর লোহিত চন্দনে
ছাই সহ সুখে মাখিব ভালে।
কি কাজ বলয়, কিঙ্কিণী, কঙ্কণে,
কাঞ্চন, কাঁচলী, মুকুতা-মালে। ৪৩।

" প্রাণ-পাখী মম ক্ষীণ অতিশয়,
তব দয়া ডালে নিবাসে সদা।
ভাঙ্গি তুমি যবে যাবে গুণময়!
কেমনে বাঁচিবে জীবন তদা। ৪৪।

" দেখিলাম ঘোর স্বপন নিশায়
অবিকল পদে নিবেদি তব,
মনোযোগ দিয়া শুন সমুদায়,
তবে নাথ বড় বাধিতা হব। ৪৫।

" হেরিলাম এক নিবিড় কানন,
শরভ, কেশরী, করভ, করী,
ভীম বেশে, মরি, করে বিচরণ
ঝাঁপিয়া লাফিয়া সুতেজ ধরি। ৪৬।

"গরজি শার্দ্দূল উচ্চ রব ধরি,
জড়াইয়া পুচ্ছ ফিরিছে কত।
সহস্র মহিষ নেত্র লাল করি,
ভ্রমে তথা যম-চরের মত। ৪৭।

"শাল, তাল, পীলু, নিপ, আম, জাম,
গুবাক, তেঁতুল, তমাল কত
প্রসারি পল্লব ঢাকিয়া সে ধাম,
আছে ধরি ফল বিবিধ মত। ৪৮।

"বিটপে* বিহঙ্গ বহুল বরণ,
বসিয়া কূজন করিছে সুখে।
বন-ভূমি যেন আনন্দে মগন,
বিকাশে প্রমোদ পাখীর মুখে। ৪৯।

"শরাসন ধরি বিকট মূরতি
নিকটে নিবাদ আসিলে পরে,
খগকুল হয়ে ভয়াকুল অতি,
কল নাদ করি কানন ভরে। ৫০

"সুচারু কুসুমকুঞ্জ কত শত
রতন-কলাপ মাথায় রাখি,
শোভে ঠাঁই ঠাঁই নন্দনের মত,
সুখদ সৌরভ শরীরে মাখি। ৫১।

---

* বিটপ—শাখা।

"গুণ গুণ রবে মধুপ নিচয়
ডুমকী-বাদক ভিকারী মত,
মধু মাগে সবে সানন্দ হৃদয়,
মহোৎসবে যথা মনুজ রত। ৫২।

"ফুটিয়া হরষে পলাশ-কলিকা
মানিনী কাঁদিয়া পতির তরে
লোহিত-লোচনা, যেমতি নায়িকা
যুবতী না পেয়ে যুবক বরে। ৫৩।

"শ্বেতবাসা সতী ধূতূরা সুন্দরী
মাতাল মহেশ রসেতে যার
নাহি আসে পাশে ভ্রমর গুঞ্জরি,
না হরে সমীর সুমধু তার। ৫৪।

"দোষান্বিত যথা পুরুষ সুন্দর
কুগন্ধ চম্পক হাসিয়া ভোর!
আর আর কত শোভা মনোহর
দেখি, সুখে চিত ভাসিল মোর। ৫৫।

"সে বনে কুটীর পাতায় রচিত
রঙ্গণা† হরিত পাখায় যেন
ঢাকা, হায় মরি, এমনি শোভিত
দূর্ব্বাদল, নাহি তুলনা তেন।৫৬।

---

† রঙ্গণ—আঙ্গিনা।

" তাপস-যুগল করে ধনুঃশর
দেখিলাম এক রমণী সনে।
কাম আর যেন মধু-সহচর
সতী রতি সহ সন্ন্যাসী বনে। ৫৭।

" নব-ঘন-কোলে চপলা যেমতি,
জ্যেষ্ঠ যোগী সনে শোভে সে নারী।
দ্বিতীয়ের চারু কাঞ্চন মূরতি,
প্রতিবিম্ব বিনা তুলিতে নারি! ৫৮।

" সদার তাপসে করিতে রক্ষণ,
পিতার ভকত ভাবিয়া মনে
পরিহরি যেন অসুর শাসন,
পাশে বসে শূর সেনানী বনে। ৫৯।

" ছিটাইয়া ফল নীবার-নিকরে,
সেই সতী পালে বিহগচয়।
অগণ্য সে সব নানা রূপ ধরে
আনন্দে নিয়ত নিমগ্ন রয়। ৬০।

" ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি পড়িয়া প্রাঙ্গণে
জয়ের কূজন করিয়া সুখে
খুঁটি খাদ্য, মরি, মোহন নর্ত্তনে
দেয় কত তোষ, কি কব মুখে? ৬১।

"বড় জনে ভাবি নব নীল ঘন,
পুলকে নাচিছে ময়ূর-চয়।
সচাদ কলাপে উজলে কানন
দশ-দিশ কেকা কল্লোলময়। ৬২।

"সুরবে চাতক অঙ্গনে পড়িয়া—
মরীচিকা ভ্রান্ত পথিক মত—
না পেয়ে শীকর আকুল হইয়া,
বিলাপ স্বনন করিছে কত। ৬৩।

"অভিমানী পাখী মরে পিপাসায়
পলাস বাটীব সলিল পানে
নাই চায় ফিরে উড়ি পুনরায়
নভোদ্দেশে আহা আকুল মনে। ৬৪।

"শ্বেত কাল করি-শিশু কত শত
সচল অচল সে ধামে যেন।
উড়াইছে মুহু পাখিকুল যত
থমকে নাচিয়া মোহন এণ*। ৬৫।

"লতার ঘোমটে আবরি বদন
বন-বাতী-শমী অদূরে সাজে।
আড়ে তাব দেখি নারী এক জন,
দামিনীর পিঠে দামিনী রাজে। ৬৬।

* এণ—হরিণ।

"অরুণ-রঙ্গিণী উষার সমান,
তরুণীর শোভা কহিতে নারি
ছোট অঙ্কে যেন অপাঙ্গ প্রদান
চকিত নয়নে করিছে নারী। ৬৭।

"ঝলমলে তনু রুচির ভূষণে।
রূপের সাগরী শুকালে হায়!
উচ্চ কুচ যেন কাঁচলী-বন্ধনে
না মানি, বাহির হইতে চায়। ৬৮।

"রোমাঞ্চন স্বেদ শরীর-কম্পন
স্মরাতুরা অতি জানায় তারে।
বাহিরিল ধনী, হায় রে, যেমন
দাব-দগ্ধ মৃগী খুজিতে বারে। ৬৯।

"হেনকালে যেন সরলা স্বজনী
ডাকিয়া কহিল সখেদ স্বরে
'প্রিয় সখি! দেখ তব মনোমণি
মায়াবিনী মায়া পাতিয়া হরে।' ৭০।

"চমকিল চিত করিয়া শ্রবণ
সখীর চপল নিনাদ সেই!
চিনিলাম তোমা করি নিরীক্ষণ,
অপরূপ তব তুলনা নেই। ৭১।

"পর নর জ্ঞানে আগে তব রূপে,
দেখে নাই চোক নিপুণে মোর
, পরে হেরি ডুবি কত ভাব কূপে
মূলীভূত যার বিষাদ ঘোর। ৭২।
"মাখিয়াছ ছাই সোণার শরীরে,
আঁটিয়াছ কটি বাকল বাসে
ধরিয়াছ জটা মুকুটের শিরে
করিয়াছ পণ গহন বাসে। ৭৩।
"সম্মুখে তোমার শোভে সেই নারী
জীবিত-প্রেমের প্রতিমা প্রায়।
কিবা যেন রম্য কানন-কুমারী
কাম-ভিখারিণী হইলা হায়! ৭৪।
"ললিত-রাগিণী-সমান সুরবে,
কি লাজ! কহিল কু-কথা কত।
কুল-কলঙ্কিনী শাখিনী সম্ভবে,
সতীত্ব-বিপিনে বাঘিনী মত। ৭৫।
"অসূয়াতে হিয়া পূরিল তখন,
সতিনী-সন্তাপ জানিনা কভু।
স্তম্ভিত শরীর কাঁপিল সঘন
উঠিলাম যেন সহসা প্রভু। ৭৬।

"পড়িলাম ঘুমে ঘোর ব্রাতাযাতে,
কানন-কমলা কদলী যথা।
শুনিলাম বসি অবশ কায়াতে
তোমার উত্তর মধুর কথা। ৭৭।

"কহিলে সরোষে 'অয়ি কলঙ্কিনি;
না বলিও হেন কু-কথা আর।
কে চাহে সে বামা ঘোর পাতকিনী?
পর-প্রেম-লোভী মানস যার। ৭৮।

"'জাননা আমার চরিত্র, চপলে,
এতেক চাপল্য করিলে তাই।
রাখিলে কুযশ রমণীমণ্ডলে
কামাতুরে, তব সে জ্ঞান নাই। ৭৯।

"'দিগ্দর্শি সূচ-আমার হৃদয়,
কখন কুদিকে করেনা গতি।
আকুলিলে সূচ যথা স্থির রয়
উত্তরে, এ চিত্ত প্রিয়ার প্রতি। ৮০।

"'জনকের পাশে জঙ্গলে বসতি,
অসতী কি সতী না হেরি নারী।
উলঙ্গি নাচিলে স্বর্গের যুবতী
(জানে ধর্ম্ম) অগ্নি বুঝিতে নারি। ৮১।

" 'রঘুদাস আমি সতীর রক্ষণ,
কুলটার দণ্ড-দায়ক হই।
জাননা, যুবতি, প্রতাপ কেমন
মম ? স্থির মনে গহনে রই। ৮২।

" 'নারী তুই, নারি প্রতিফল দিতে,
কহিলি যেমন কলুষ কথা।
তবু কিছু শাস্তি আমার নীতিতে
দিতে হয়, তোর কাটিব নাসা।' ৮৩।

" এতেক বলিয়া আয়ুধ-আঘাতে,
কাটিলে তাহার নাসিকা তুমি।
দর-দরি পড়ি রুধির তাহাতে,
রঞ্জিল বসন সম্মুখ ভূমি। ৮৪।

" রুষি নিজরূপ ধরিল রাক্ষসী,
থাক্ থাক্ বলি গজ্জিয়া কত
গেল চলি। তুমি ভ্রাতৃ-পদে বসি
মধুর আলাপে হইলে রত। ৮৫।

" অগণ্য অরাতি (দেখি ক্ষণ-পরে,)
রাক্ষস আসিয়া ঘিরিল বন!
রঘুনাথ তুমি তীক্ষ্ণতর শরে,
নিবারিলে সেই তুমুল রণ। ৮৬।

"গোলযোগে যেন হারায়ে সীতায়,
মনোদুখে দোঁহে রণিছ কত।
আপনি বাসব হইলা সহায়,
সমরে পশিল অমর-যত। ৮৭।

"কাঁপিল ধরণী বীর-পদ-ভরে
অসুখী বাসুকি সহিতে নারি
শিহরিল যেন! ঘোর সৈন্য-স্বরে
ব্যাপ্ত বন, নাহি তুলনা তারি। ৮৮।

"রণ-করি-দল হুঙ্কারি সঘন
বন-করি-কুলে বধির করে,
অধীর মানসে ছাড়িয়া কানন,
পলাইল সব বিষম ডরে। ৮৯।

"ছিন্দি, ভিন্দি আদি বাণী-বন্ধ কত
সেই দ্বন্দ্ব-নাদে হইল শ্রুত।
বাণে বাণে মরে শূর শত শত
শোণিত-সমুদ্র বহিল দ্রুত! ৯০।

"ঘোর ঝড়ে শীর্ণ পাতার পতন,
কিবা ফল-পাত ভীষণ-বাতে,
সেই মত পড়ে রণে বীরগণ।
দাবানল যেন বিশিখ ভাতে। ৯১।

“ কোটি করী, কত তুরঙ্গ সুন্দর,
অযুত পদাতি নিমিষে মরে।
কত দিন হয় এরূপ সমর।
তবু কত জীব জীবন ধরে। ৯২।

“ কতরূপ রক্ষ দেখিলাম রণে
দশ-শিরা এক বীরেশ আসি,
শুনিলাম যেন কঠোর গর্জ্জনে,
কহিল রোষের সাগরে ভাসি। ৯৩।

“ ‘কোথায় লক্ষ্মণ রহিল গোপনে,
মারিয়া আমার তনয় শূরে ?’
আর কত কহে অশুভ-বচনে,
মনে হলে মন ভয়েতে পূরে। ৯৪।

“ মহারণ, মরি, লাগিল দুজনে,
পলকে ঝলকে অগণ্য বাণ।
দোঁহাকার মহা সমর-স্বননে,
বধির হইল জগত কাণ। ৯৫।

“ বিকট হুঙ্কারে মূর্চ্ছিত হইয়া,
পড়িলাম আমি সহসা, বঁধু,
পাষাণ পাদপ যায় বিদারিয়া,
আমিত রমণীকুলের বধূ। ৯৬।

"শুন, নাথ, যেন গরজি সে জন
করিল তোমার প্রশংসা কত।
পুন সে বিষাদে দাসীর জীবন
নাচিল প্রমোদে পুত্তল মত। ৯৭।

"চাহিলাম তোষে খুলিয়া নয়ন,
দেখিলাম সেই বিবাদ নাই।
রোদন-নিনাদ করিয়া শ্রবণ,
অন্তরে অতীব যাতনা পাই। ৯৮।

"তুমি যেন নাথ পড়িয়া ভূতলে
সে কথা স্মরিতে বিদরে হিয়া,
কাঁদে রঘু-মণি ধরি তব গলে,
ভিজায় বদন রোদন দিয়া। ৯৯।

"সেই কুদর্শন হেরিয়া নয়নে,
আকুল হৃদয় কাঁদিয়া মরি!
ক্ষণে মোহ-ভোগ, ক্ষণে জাগরণে,
জানিনা কেমনে জীবন ধরি। ১০০।

"শতবার হানি ললাটে কঙ্কণ,
মাখিলাম মুখ রুধির-যোগে।
মোহে যেন যাই পাতাল ভুবন।
শুকাইল তনু শোকের রোগে। ১০১।

"কিছু পরে দেখি সম্মুখে নাগর
দাঁড়াইয়া তুমি সহাস-মুখে।
পুলকে ভরিল আকুল অন্তর;
ডুবিলাম যেন বিমল সুখে। ১০২।

"পসারিয়া বাহু দিতে আলিঙ্গন,
চাহিলাম অতি চপল-চিতে।
সহসা ভাঙ্গিল সে ঘোর স্বপন!
মোহিল শ্রবণ প্রভাতী-গীতে। ১০৩।

"দুর দুর করি কাঁপিল হৃদয়।
শুকাইল মুখ ভাবনা জ্বরে!
সদা সে অশিব মানসে উদয়
পায়, প্রিয় প্রাণ অবশ করে। ১০৪।

"দয়াময়! তুমি ভ্রাতার সেবনে,
মহাবনে, বঁধু, পশিলে তাই।
কি পাপ করেছি আমি ও চরণে?
মোর প্রতি কেন করুণা নাই? ১০৫।

"বিরাগিন্, তব এতই বিরাগ
ছিল যদি, মরি কপট-মনে,
বাড়াইয়া তবে কেন অনুরাগ,
ভুলাইলে এই অবলা জনে? ১০৬।

"কামি-যুব-জন শুনিয়াছি, বঁধু,
যুবতীর মন করিতে চুরি,
ঘোর যাদুকর মুখে ধরে মধু,
বুকের মাঝারে লুকায় ছুরী। ১০৭।

"বিধির বিবন্ধে আমি তব জায়া,
অনুপম তুমি পুরুষ-বর।
রসানে মার্জ্জিত কণকের কায়া,
অমন মূরতি ধরে কি পর? ১০৮।

"রূপে-গুণে তব যোজন-অন্তরে
দাড়াইতে দাসী নারিবে কভু।
উপজিল তব ঘৃণা কি অন্তরে?
কহ তাই আজি শুনিব, প্রভু। ১০৯।

"একবার করি অভয় প্রদান,
ভয়-দান পরে বিহিত নয়।
রাজ-সুত তুমি, এই নীতি-জ্ঞান
আছে তব, কেন এমন হয়? ১১০।

"ভাল, তুমি আমা উপেখিলে যেন,
অভাগিনী দাসী নামের নারী।
দুখিনী মায়েরে ছাড়ি যাও কেন?
বল পেলে তুমি কি দোষ তারি? ১১১।

"ধরে নাই সে কি উদরে তোমায়?
পালে নাই বুঝি শৈশব-কালে?
করে নাই তব শুশ্রূষা পীড়ায়?
ধরেছিলে ফল গাছের ডালে? ১১২।

"পতির অপ্রিয়া শাশুড়ী আমার,
তব মুখ হেরি থাকেন সুখে।
তোমা বিনে দিনে দেখি অন্ধকার,
মরিবেন মাতা মনের দুখে। ১১৩।

"কুলীরী* যেমতি আপনা নাশিতে
ধরে গর্ভ, সতী তোমা কি ধরে
সেই মত। নাথ, আছে কি মহীতে
লতিকা? নিহত ফলের তরে। ১১৪।

"যে বিধি যে করে গড়িল তাঁহায়,
সেই সেই করে গড়িল মোরে।
তাই দাসী বুঝি দোষী তব পায়,
হরিল কি সুখ সময়-চোরে। ১১৫।

"রাজসুত তুমি রথীর প্রধান,
কি কাজ কাননে? কি হেতু যাবে?
রোষিলে ভরত ধর ধনুর্ব্বাণ,
এখনি আহবে জয়শ্রী পাবে। ১১৬।

"যেয়োনা বিপিনে, ধর ধনুঃশর
মন্থরার মুণ্ড-নিপাত কর।"
জরতী রাক্ষসী তাড়কা সোদর,
নারী বহে আশু জীবনহর। ১১৭।

"বসাও ভ্রাতারে পিতার আসনে;
পূর চিত্ত-সাধ মিনতি করি,
প্রমোদ-আলোক জ্বাল নিকেতনে,
আগত-বিপদ-আঁধার হরি। ১১৮।

"পণের পিণাক করিয়া লোকন,
জনক-আক্ষেপ শুনিয়া কাণে,
কত না বীরতা করিলে জ্ঞাপন।
ভূপকুলে-তাহা কেবা না জানে? ১১৯।

"দহ শরানলে এপাপ-নগরী
বসাও ভাস্করে সোণার পাটে
বহুক আনন্দ-নিনাদলহরী
হাট, ঘাট- মাঠ, অঙ্গিনা বাটে। ১২০।

"পাবক সমান উজলে বরণ,
পাবক-প্রমিত সুতেজ ধর।*
মন্থরার-মাথা আহুতি অর্পণ
করি, সেই-তেজ শমিত কর।" ১২১।

---

* কুলীরী——কাঁকড়া।

ষষ্ঠ সর্গ।

বিদর্ভনগরে নলভূপতির নিকট তাঁহার মহিষী
দময়ন্তীর উক্তি।

মন্দুরা-ভিতরে বন্ধুর বদন
দেখি আনন্দিতা ভীমের সুতা,
নিশা পরে প্রিয়া পদ্মিনী যেমন
হরি-মুখ হেরি হরষযুতা। ১।
বিরহ-বাসর-পিঞ্জরবাসিনী
মুক্তা শারী সুখে লইয়া পতি
প্রেমালাপে, যেন মধুর নাদিনী
বিনোদিনী বীণা জীবন-বতী। ২।
দুখের রজনী হইল প্রভাত,
সুখের সমীর বহিল পুরে।
চকিত-নয়নে চক্রিনী হঠাৎ
খুলি চক্ষু নাথে দেখিলা দূরে। ৩।
চঞ্চল-চরণে চঞ্চলা-রূপিণী
মলিন অঞ্চলে হৃদয় ঢাকি,
দাঁড়াইলা গিয়া স্থির সৌদামিনী,
প্রিয়-রূপ হেরে নীরবে থাকি। ৪।

পতি-কলেবর হেরি গুণবতী
অসিত উপল মূরতি মত
স্থির, জড় কিম্বা পুত্তলি যেমতি
অশ্রু-বারি বামা বরষে কত। ৫।

কিছু কাল পরে রসনা বাঁশরী
বাজিল কোমল ত্রিদিব-তানে।
নলের শ্রবণে সে রব-লহরী
বহিল রে যেন বিষম বাণে। ৬।

কহিলা কামিনী; “সারথি-প্রবর!
বাহুক তোমারে সকলে বলে,
বলুক, তথাপি তব কলেবর
পরীক্ষিত মম নয়ন-কলে। ৭।

“বায়ু জিনি যিনি রথ চালাইতে
পারেন, আগুন সলিল বিনে
রন্ধন করিতে কে শক্ত মহীতে?
সুশোভিত নাথ এ গুণ-তিনে। ৮।

“আছে দেহে সেই মলিন-বসন,
কাল-কীট-কাটা কাঁথার সম।
বিষাদ-বিম্বিত মুখ-দরপণ
হেরি তব, হিয়া বিদরে মম। ৯।

"নয়ন, শ্রবণ, নাসিকা, অধর,
কর, পদ, কটি, কটাক্ষ, ভাবা,
সেইরূপ আছে মম মনোহর।
এতদিন পরে পূরিল আশা। ১০।

"কেবল উজ্জ্বল কজ্জল-বরণ
বিরহ-অনল ধূমিত মত
হেরি তব, নাথ, দহিতেছে মন!
উথলিল গত যাতনা যত! ১১।

"সুপ্রভাত আজি, বিধি অনুকূল।
কুলদেব-কুল-পাদের বলে,
বিপদ-সাগরে তব পদ-কূল
পাইলাম পুন কপাল-ফলে। ১২।

"কহ গুণময়, কে হেন নিদয়
পুরুষ পরুষ পাষাণ-প্রায়?
কাননে কামিনী যামিনী সময়,
একাকিনী গেল ত্যজিয়া হায়! ১৩।

"বাসব, বরুণ, শমন, অনলে
উপেখি যে জনে বরিল দাসী,
অতুল আত্মীয় যে জন ভূতলে,
সেই শেষে দিল গলে কি ফাঁসি। ১৪।

"নিরাহারে অতি ভাবনা-বিধুর,
তৃষায় পীড়িত, অবলা নারী
ঘুমে অচেতনা, বিশ্বাস প্রচুর
ছিল পতিপদ-যুগলে তারি। ১৫।

লতিকা যেমতি প্রেম কুতুহলে,
রসিক রসালে জড়ায় বনে।
তথা সমাদরে ধরি পতি-গলে,
ছিল অভাগিনী অভীত মনে। ১৬।

"স্থির তরু যেন পাইল চরণ,
কাল-কলি-কোপ মন্ত্রের বলে।
চিন্তা-বীণা-বোলে অধৈর্য্য তেমন,
ডুবালে দাসীরে নয়ন-জলে। ১৭।

"গুণ-বান তুমি দয়ার সাগর,
সরল সুমতি ললাটে বাসে।
আগে ভাল বাসি পরে, প্রাণেশ্বর,
বাঁধিলে কি দোষে বিষাদ-পাশে। ১৮।

"জলজিনী যথা যৌবন-তড়াগে,
রসে বিকচিত ছিলাম যবে।
ভৃঙ্গরাজ করি কত রঙ্গ আগে,
সঙ্গ-ছাড়া কেন করিলে তবে। ১৯।

"কহ, প্রাণনাথ, এ তিন ভুবনে
নল-সম হেন নিঠুর পতি
কোন্ কামিনীর শুনেছ শ্রবণে ?
হেন অপমানে বাঁচে কি সতী ? ২০।

"পূত কলেবরে কি ছল পাইয়া
পশিল কু কলি কপাল-দোষে ?
দ্যূত-চোর যেন সময় বুঝিয়া,
নাচিল স তোষে বিভূতি-কোষে। ২১।

"কোটি করী, কত রথ অগণন,
অযুত ঘোটক, বিপুল সেনা,
পটহ, ধুধুরি, চামর, কেতন,
ছিল কত, নাথ, জানিত কেনা ? ২২।

"তুমি নল মহা গুণের ঠাকুর,
কলি কি ছুইয়া মাহাত্ম্য নিল ?
নারায়ণে যেন কুবোধ কুকুর
পরশি হরষে অশৌচ দিল। ২৩।

"হারাইলে সব বুদ্ধির বিপাকে,
ভিকারী-সমান-পশিলে বনে।
পতি বিনা সতী জীবিতা কি থাকে ?
সাজিলাম আমি তোমার সনে। ২৪।

"মলিন-বসনে এ দেহ আবরি,
লোহা-ছাড়া ছাড়ি ভূষণ যত,
সীমন্তে সিন্দূর সুমণ্ডিত করি,
হইলাম তব চরণে রত। ২৫।

"তব সনে, নাথ, সোহাগে শুইয়া,
কু-স্বপন শুনি কাঁদিল মন!
শিহরি সহসা নয়ন খুলিয়া,
দেখিলাম নাই হৃদয়-ধন। ২৬।

"সেই কাল নিশা দারুণ সময়!
কু-দশা দাসীর কে দেখে তথা?
অভাগী-বিলাপে সুধু বোধ হয়,
সমীরণ কহে সান্ত্বনা-কথা। ২৭।

"দীপিল শোকের ভীষণ দহন,
ভয়ের পবন বহিল তায়,
অধরাম্বু আশু করিল শোষণ,
মুহু চমকিল চঞ্চল কায়। ২৮।

"হাহাকার করি ধরণী উপরে,
কভু মূরছিতা বিজন দেশে!
বিনিয়া বিনিয়া কাঁদি খেদ-ভরে,
ধরিলাম কিছু ধৈরয শেষে। ২৯।

" গহন-কানন ঘোর অন্ধকার!
দূরে ডাকে বাঘ গভীর রবে!
অহি-মুখে শুনি ভেকের চীৎকার
চুম্বিত বিটপী জোনাকী সবে। ৩০।

" মধুর নিনাদে বাজায়ে বাঁশরী
বন-দেবী-মন ভাবনা মুচি
লয় ঝিল্লী-কুল! ঘুঘুরা সুন্দরী
ঝালায় ভূষণ ধরিয়া কুঁচি! ৩১।

" পাগলিনী আমি তোমার লাগিয়া
উভ-রবে কাঁদি আকুল মনে!
তরুকুল অশ্রু পলাশ ত্যজিয়া,
বিলাপিল যেন আমার সনে। ৩২।

" হরি, করী, বাঘ, ভল্লুক, শূকর,
কুক্কুর শৃগাল, উরগ-আদি,
ভাবিলাম সবে সরল অন্তর,
যত ছিল সেথা বিপিন বাদী। ৩৩।

" তব চারু নাম ফুকরি বিলাপে,
আঁধার নয়নে ঘুরিয়া মরি!
হত-বুদ্ধি তব শোকের সন্তাপে,
জানি না বনে কি ভবনে চরি! ৩৪।

"দিশা-হারা দাসী নিশার মিলনে,
দশা-দোষে দেশ অজানা মোর,
মনঃশিলা বাজি উছটি চরণে,
পাইলাম কত যাতনা ঘোর! ৩৫।
"কভু বসি কভু তরাসে কাঁপিয়া,
উঠিয়া যাইতে যতন করি
আধা-আঁখি-যুগে কিছু না দেখিয়া
লতা পাতা কত জড়ায়ে ধরি। ৩৬।
"ললাট-শোণিত অশ্রুর পতনে,
রঙিল হইল বুকের বাস!
কুরঙ্গীর যথা দাবের দহনে,
উপজিল মম মনের ত্রাস! ৩৭।
"দুখের তরঙ্গ বিপদ-সাগরে
উঠিলে কুভাগ্য-পবন-বলে,
এক যায় পুন আসে এক পরে,
সুখ-তরি, মরি, সোজা কি চলে? ৩৮!
"আচম্বিতে এক ভুজঙ্গ ভীষণ,
ভীম-ভোগ তুলি গরজি ঘন,
আসিল আমারে করিতে দংশন,
যেন কালদূত কঠোর-মন! ৩৯।

" হেরি অজগরে হইল ভাবনা,
যায় যাবে পোড়া পরাণ এই,
তিল আধ তায় না করি শোচনা,
যম যেন মোরে স্মরিল তেঁই। ৪০।

" তব সমাগম-আশার লতিকা,
হুতাশে পুড়িয়া হইল ছাই।
অভিসার-পথে যেমনি নায়িকা,
বিঘ্ন-কূপে পড়ি না পাই থাই। ৪১।

" হে নাথ, সদয়, জীবন-রঞ্জন!
দেখ আসি আশু, জীবন যায়!
দাসীর লাঞ্ছনা কে করে বারণ!
কোথা লুকাইয়া রহিলে হায়! ৪২।

" সহসা বিশিখ ধাঁদিয়া কানন,
সন্সনে পড়ি সাপের শিরে
মুহূর্ত্তে তাহারে করিল দাহন!
দেখি এক ব্যাধ আসিল ধীরে! ৪৩।

" আসি পাশে হাসি চঞ্চল বচনে
সতীত্ব-রতন হরণ তরে,
মম পরিচয় সুধিল যতনে,
কু-বচন কত কহিল পরে! ৪৪।

"শুনি ধুক ধুক কাঁপিল হৃদয়!
দেখি সে মূরতি উড়িল প্রাণ!
মনে হল মহা কোপের উদয়,
গেল গেল বুঝি গেলরে মান! ৪৫।

"রোষে কলেবর দ্বিগুণ অধীর!
আগুন উদিল নয়নে যেন।
কহিলাম তারে গর্জ্জিয়া অচির,
'দুরাচার! তব কুমতি কেন? ৪৬।

"'যদি আমি সতী পতি-অনুগতা,
তিনি বিনা আর না জানি পরে,
সফল হউক মন্ বাণী-লতা,
আর যেন তোরে ধরা না ধরে। ৪৭।

"'হে দেব! দেবেশ! রবি! শশধর!
অরুণ, বরুণ, অনল, বায়ু!
না ছুঁইতে পাপী পোড়া কলেবর,
হর হর পর-পরম- আয়ু। ৪৮।

"'মরুক চণ্ডাল, পুড়ুক শরীর,
হউক বিধবা নিষাদ- নারী;
পড়ুক যেমতি পল্লবের নীর
পাতকী-মাতার নয়ন-বারি।' ৪৯।

"বাহিরিলে মম কঠোর বচন,
গরজিয়া বাজ তাহার সাথে,
চকমকি যেন উজলি কানন,
সবলে পড়িল মূঢের মাথে। ৫০।

"আকাশ আসনে বসিয়া ভারতী,
বিমান-বাঁশরী সমান স্বরে,
কহিলেন কত অমিয়া ভারতী,
তাই শুনে দাসী জীবন ধরে।

"কহিলা সুবাণী, বিয়োগ-কাতরে। ৫১।
'কে তব সতীত্ব হরিতে পারে?
এত শোকাকুল যে নায়ক-তরে
তুমি, পুন, সতি, পাইবে তারে।' ৫২।

"নীরবিলা দেবী স্বপনে যেমতি।
মোহন নিনাদ শুনিয়া কাণে,
ভুমে পাড়ি শির করিয়া প্রণতি,
চলিলাম চির-আকুল প্রাণে! ৫৩।

"পর্ব্বত, পাদপ, বন-চর-চয়,
নদ, নদী, বাপী, তড়াগ যত,
যারে পাই তারে করিয়া বিনয়,
সুধিলাম তব সংবাদ কত। ৫৪।

"স্বামি-বিরহিণী পাপিনী কিঙ্করী,
প্রতি-কথা তারা কহিবে কেন?
নির্ব্বাসিতা নারী নিরীক্ষণ করি,
ঘৃণে সাধু-জনে শুনেছি হেন। ৫৫।

"কেহ না উত্তরে, উত্তরে যাইয়া
মুনির আশ্রমে পশিয়া পরে,
ঋষি-রাজ-পদ-পঙ্কজে পড়িয়া,
কাঁদিলাম কত তোমার তরে। ৫৬।

"গভীর আকৃতি নিরখি তাহার,
হাসিয়া নাচিল ভরসা মনে!
জুড়াইতে যেন হৃদয় আমার,
বনদেব মূর্ত্তি ধরিল বনে। ৫৭।

"জটারাজী কটা সাপের সমান,
বদনে বিরাজে দীঘল দাড়ি।
বিভূতি ভূষিত শরীর মহান্।
কক্ষ-লোম পড়ে দুজানু ছাড়ি। ৫৮।

"'হে পিত!' বিলাপি কহিলাম তাঁয়,
'পতি-বিরহিণী বিধুরা দাসী।
এ মোর মিনতি তব পূত পায়,
কহ কি পাইব সে গুণ-রাশি? ৫৯।

"'সেই নর-নিধি নয়ন-রঞ্জন,
না জানি কি দোষ দেখিয়া মম,
ফেলায়ে কাননে করিলা গমন।
জ্বলে চিত চিতা-অনল সম। ৬০।

"'কহ, কৃপাময়, পুন সেই ধনে
হবে কি সফলা দুরাশা-লতা ?
ধনিনী হইয়া পুলকিত মনে
হইব সে পদ সেবনে রতা।' ৬১।

" শুনিয়া সদয় মুনি-শিরোমণি
কহিলেন—'বালে, না ভাবো মনে,
ত্বরায় তোমার বিপদ-রজনী
পোহাবে. পাইবে নরেশ ধনে। ৬২।

" 'সুত-যুগ সনে পতি-বামভাগে
(আশু বাম-ভাব ঘুচিয়া যাবে)
বসাইয়া তোমা অতুল সোহাগে,
স্নেহে তব মাতা দেখিতে পাবে।' ৬৩।

" নীরবিলা মুনি ; তুলিয়া নয়ন,
দেখিলাম সেই মুরতি নাই !
শিহরিল তনু নমিয়া তখন,
বসি কত মনে বেদনা পাই। ৬৪।

"পরে কিছু দিন বিচরি কানন,
দারুণ-দুর্গতি করিয়া ভোগ
পশিলাম চেদি-রাজার ভবন!
এত ঠাঁই ছিল জীবন-যোগ! ৬৫।

"রাজ-রাণী অতি সুশীলা ললনা,
আবৃত শরীর করুণা বাসে!
কার সনে দিব তাঁহার তুলনা?
মহামায়া মত কৈলাস-বাসে। ৬৬।

"সুমলিন মোরে করি দরশন,
শুনি দুখিনীর দুখের কথা,
ঝরি বিন্দু বিন্দু স্নেহের নয়ন,
প্রশমিল যেন মনের ব্যথা। ৬৭।

"বলি বহু মত প্রবোধ বচন,
নিজ দুহিতায় দিলেন ডাকি
ভার মোর, তার সখীর মতন,
কিছু দিন তথা আদরে থাকি। ৬৮।

"রাজ-বালা অতি সুধীরা যুবতী,
কত যে আমারে বাসিত ভাল।
কহিত বিবিধ মধুর ভারতী
জুড়াইতে মম যাতনা-জ্বাল। ৬৯।

"অনুদিন তব বিয়োগ-দহন
হৃদয়-গহন দহিতে রত।
সে বাক্-বারিতে নহিল বারণ,
বিফল হইল যতন যত। ৭০।

"দুখানল যবে উগরে সঘন
শোক-ধরাধর, কে তাহা বারে?
শত উপদেশ-সলিল বর্ষণ
সে আগুন হায় নিবাতে নারে। ৭১।

"নিত্য রাজভোগ ভূসুধা মতন
রাজ-রাণী করি আপন করে,
কহিতেন মোরে করিতে অশন,
বসাইয়া নিজ আসনোপরে। ৭২।

"সেই সব দ্রব্য দেখিয়া নয়নে
উদিলে রোদন তোমারে স্মরি,
মুছি অশ্রু দেবী আপন-বসনে
দিতেন তা মম বদনে ভরি। ৭৩।

"কিছু দিন পরে পিতা মহামতি,
আনিলা দাসীরে জনম বাসে।
না হেরি তোমার মোহন মূরতি,
বিষাদ-জীবনে জীবন ভাসে। ৭৪।

"আজি হেরি তব সুচারু-বদন,
সকল সন্তাপ ভুলিল দাসী।
গত চিত-তাপ কে করে স্মরণ
সমাগত-সুখ-সম্ভোগ নাশি? ৭৫।

"পরখিতে তব সেীত ব্যবহার,
স্বয়ম্বর-রব প্রচার করি।
অসতী-সমান নতুবা কি আর,
আমি সেই মত কুমতি ধরি? ৭৬।

"মম মনোমতি, গতি, রতি, আশা,
সব জান তুমি সুহৃদ-স্বামী।
ভুলেছ যদিও তুমি ভালবাসা,
ভুলিতে কখন নারিব আমি। ৭৭।

"সুত-যুগ সনে সুমতি কেশিনী,
মম দাসী তোমা দেখিয়া গেল।
শুনি আথিবিথি আমি বিরহিণী,
এলেম তুলিতে শোকের শেল। ৭৮।

"তব নিদয়তা ভাবিলে অন্তরে,
দেখাতে বদন উপজে লাজ
যদিও; তথাপি দগ্ধ কলেবরে,
পারিনি সহিতে বিরহ আজ। ৭৯।

" মধু-সমাগমে অটবী যেমতি,
কুসুম-কবরী, বিভোর তোষে,
কাম-লাভে রতি, দাসীও তেমতি
অতুল আনন্দ হৃদয়ে পোষে। ৮০।

" কি কাজ সে মানে যাহে যায় প্রাণ ?
ধিক তারে কোথা কে তাহা যাচে ?
হেরি চোখে নিজ পতি গুণবান,
বিরহে পুড়িলে সতী কি বাঁচে ? ৮১।

" হংস দূত বুঝি অংশ দেবতার
মিলাইল পতি মনের মত।
ঘোর কলি-রবি দারুণ দুর্ব্বার,
শুকাইল সুখ-সলিল যত। ৮২।

" পুন ঘন-রূপে তুমি, গুণমণি,
উদি এ ভবন-গগন-দেশে,
চাতকী-জীবন তোষিলে, যেমনি
চক্রবাক-জায়া যামিনী শেষে। ৮৩।

" কহ শুনি, নাথ, কোথা এত দিন
কি ভাবে সময় করিলে লয় ?
কি সুখ লভেছ হয়ে ভার্য্যাহীন ?
বল বিশেষিয়া বচনচয়। ৮৪।

"পিপাসায় বারি, ক্ষুধায় আহার,
যোগাইত কেবা উচিত ক্ষণে ?
সুখের শয়ন করিয়া বিস্তার,
পোহাইত তমী তোমার সনে ? ৮৫।

"ভাগ্য-বতী সেই, ও আঁখি মোহিয়া
যে পারে ভুলাতে তোমার হিয়া !
কত দেব দেবী মানসে পূজিয়া
করেছে কিঙ্করী বরেশ বিয়া। ৮৬।

"কিবা অধিনীর ভাবনা প্রবল,
তব চিত চুরি করিয়া ছলে,
ভুলাইয়া সাধু-সান্ত্বনা-সকল,
ডুবায়ে রাখিল বিষাদ-জলে। ৮৭।

"রাজ-কুল-পতি তুমি, মহাশয়,
মহা-মানী, মহা-মেরুর মত
ছিল রত্ন-রাশি। প্রচুর বিষয়
হারাইয়া সোতে হইলে রত। ৮৮।

"কোথা লুকাইল কনক বরণ ?
কি বাদে বিধাতা মাখিলা মসী
রম্য-রূপে ? রাহু বিকট-বদন,
গ্রাসিল কি দোষে সুশীল শশী ? ৮৯।

"ক্ষীণ-তনু তব মলিন-মুরতি,
বিরস-বদন হেরিয়া আমি,
পাইলাম প্রাণে বেদনা যেমতি,
কি কব? জানেন জগত-স্বামী। ৯০।

"আশা মনে পুন দাসীর সেবনে,
যদি বিধি এবে সদয় থাকে,
শোভিবে স্বপদে নূতন যৌবনে,
সুধা-ভোগে যেন বাসব নাকে *। ৯১।

"আবার আনন্দ উদিবে সদনে,
নিবাস-বদনে ভাতিবে হাসি।
উড়িবে রতন কেতন যতনে।
পূরিবে প্রমোদে নিষধ-বাসী। ৯২।

"পুন জয়-নাদ শুনিব শ্রবণে,
বাজি-রাজী, করী, করভ কত,
হেরিব সুচারু রথ অগণনে,
সৈন্য-সমাবেশ মনের মত। ৯৩।

"পাব পুনরায় দাস দাসী যত,
সুত-সম যারা স্নেহিত মম।
ফিরে রবে সবে রত অবিরত
সেবিতে আমারে মহিষী সম। ৯৪।

---

* নাক—স্বর্গ।

" যে বিধি-বিধানে জীবন-নিধান
পাইলাম হারা নিধির প্রায়।
তাহারি প্রসাদে গৌরব সোপান
সৌরভে শোভিবে তোমার পায়। ৯৫।

" অসুর-বিনাশে বাসব যেমন,
চরিলা আনন্দে অমরাবতী,
নিষধ-নিবাসে তুমিও তেমন
পাবে পাবে পুন পুলক-গতি। ৯৬।

" হে বিধি, সদয়ে কপাল-কাননে
পশি, বহ মহামারুত যেন,
ফুটাও সম্পদ-মুকুল মোহনে,
স্নেহ-মূলে দেব দাসীরে কেন। ৯৭।

" বসাও মহীপে মহত-আসনে,
ভাসাও ধরণী ধরম-জলে।
সতী কুলবতী পতির সেবনে
রহুক, মিলন-ছায়ার তলে। ৯৮।

" জলদ জলদ হউক সময়ে,
দিবাকর-করে স্নেহিত যত
শস্য-রাশি। বন্ধু বান্ধব নিচয়ে
রহুক সন্তোষে দেবতা-মত। ৯৯।

" রোগ, শোক, ভয়, আলস্য, উন্মাদ,
মত্ততা, বিষাদ, প্রমাদ আদি
জন-মনোবনে ঘোর সিংহনাদ
নাহি করে যেন হইয়া বাদী। ১০০।

" কাম, কোপ, লোভ, মোহের ছলনে
পথ-হারা কেহ না হয় যেন।
সকলেই যেন জ্ঞানের দর্পণে
দেখে মুখ, মম মিনতি হেন। ১০১।

" বিনয়, প্রণয়, মমতা, ভকতি,
সরলতা, শৌচ, সংযম, স্নেহ,
ধীরতা, গাম্ভীর্য্য, সুমতি, শকতি
লভিতে না হয় বঞ্চিত কেহ। ১০২।

" সত্য-দেব ! তুমি ধরায় আসিয়া,
হাসিয়া বসিয়া রাজত্ব কর।
শান্ত-রসে রসা যাউক ভাসিয়া।
পাউক সদ্গতি সকল নর !" ১০৩।

সপ্তম-সর্গ।

যদুকুল-তিলক বাসু-দেবের প্রতি তদীয় প্রণয়িনী সত্য-ভামার উক্তি।

ননদী ভদ্রায় দিয়া ধনঞ্জয়ে,
দেবী-সত্যভামা ধাইলা দ্রুত
কপটে, কুরঙ্গী করি-অরি-ভয়ে
ধায় যথা অতি বিষাদ-যুত। ১।

করিতে সেরূপ লতার-উদয়
বর্ণ-বীজ অত না যায় বোনা
আকুল কুন্তল ব্যাকুল হৃদয়
ভূমে খসি পড়ে কাণের সোণা! ২।

তুলি তাহা পুন না পরে শ্রবণে
আশুতা অথবা মনের ভ্রমে,
পড়ে পড়ে যেন উছুটি চরণে
ঘামিল বদন গমন-শ্রমে। ৩।

প্রণমি নবীনা নায়ক-চরণে
বিধুর বচনে কহিলা তায়
মধু-মুখে, যেন মধুর স্বননে
বাণীবীণা-বধূ বলিল, হায়! ৪।

"হে নাথ, কি কব বিচিত্র ভারতী
ঠাকুর-কন্যার কামনা কথা ?
অতিথির রূপে ভুলিল যুবতী,
গেল সে এখন যাইবে যথা ! ৫।

"জল-তীরে বসি রস-আলাপনে,
হরিদ্রা নবনী মাখাই মুখে।
রথ-রব শুনি সহসা শ্রবণে,
শিহরিল বালা বিমল-সুখে ! ৬।

"ঘন-নাদে যেন চাতক চপলা,
বেণু-রবে কিবা তোমার প্যারী,
চল-চক্ষে রথ নেহারে অবলা,
মঞ্জু-কুঞ্জ যথা পিঞ্জর-শারী। ৭।

"আনন্দে স্যন্দন অদূরে রাখিয়া,
কুন্তীর-নন্দন সুহৃদ তব,
কি হাসি হাসিল ও মুখ চাহিয়া,
যে কথা কহিল কেমনে কব ? ৮।

"অমনি উঠিল ভগিনী তোমার
সবলে ছাড়ায়ে আমার করে,
বসিল গিয়া সে রথের মাঝার
আধা-রঙ্গ রাখি বদনোপরে। ৯।

"নিবারিতে তায়ে দশন-আঘাতে
রুধিরে রঞ্জিত করিয়া কায়,
গেল সে অধীরা, এধীর ধরাতে
অমন অবলা হেরিনি, হায়! ১০।

"অই দেখ রথ ধাইল গগনে
উজলি অম্বর বিমান-মত!
দেব-দত্ত দিব্য শঙ্খের স্বননে
সভয় যাদব-যুবক যত! ১১।

"বিখ্যাত বীরেন্দ্র বিজয় সমরে,
সুরেন্দ্র যাহার জনম-দাতা।
যক্ষ, রক্ষ, দেব, গন্ধর্ব্ব কিন্নরে
তেমন কাহারে সৃজিলা ধাতা? ১২।

"সেই আশা-বলে সবলা অবলা,
অবহেলি তব বিপুল বলে,
মিশিল সাগরে তটিনী চঞ্চলা।
বাধা-বাঁধ বঁধু বিফল ফলে। ১৩।

"শুভক্ষণে যেন সে চারু নয়ন-
সরসে সদ্ভাব-সরোজ ফুটে।
লভি ভাব-রবি-উজ্জ্বল কিরণ,
গরিমা-তমের গৌরব-টুটে। ১৪।

"ভাঙ্গিতে সে ভাব এ ভব ভিতরে
নারিবে নারিবে নারিবে কেহ।
বিবাহিতা-বালা মনোনীত বরে,
সমান অন্তরে সমান স্নেহ। ১৫।

"বিগত বৈকালে বাহির দুয়ারে
হেরি বালা নব-নাথের-রূপে,
দিয়া দেহ মন সকল তাহারে
পড়িল হায়রে, কামনা কূপে! ১৬।

"যথা শকুন্তলা কণ্বের কাননে
প্রাণেশ লপন লোকন করি,
দাঁড়াইলা স্থিরে ভাবের বন্ধনে
ছলে কুরুবক বিটপ ধরি। ১৭।

"ইনিও তেমনি প্রেমে নিমগন
নেহারিতে নিজ নূতন বরে,
ছাড়াই অঞ্চল বলিয়া তখন
কুরুবক-শাখা ধরিলা করে। ১৮।

"পুন কিছু, দূর চালায়ে চরণ
বাঁধা পদ নব ভাবের ডোরে,
আবার সুন্দরী করি সম্ভাষণ,
কহিল কামিনী কাতরে মোরে। ১৯।

"'কুশাঙ্কুরে ক্ষত চরণ-যুগল
দাঁড়া লো প্রেয়সী প্রাণের সই
উপজিল মনে যাতনা প্রবল
কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিয়া লই।' ২০।

" পড়িল সহসা ভূতলে, যেমন
পবন প্রহারে কোমল লতা,
অথবা উর্ব্বশী করিয়া লোকন
পুরুরবে যথা চেতনাহতা। ২১।

" বীজনি অঞ্চলে চঞ্চলা বদন,
চেতনিয়া তারে বলেছি কত।
গাঢ় অনুরাগে সে সব বচন
ভাসিল সাগরে শোলার মত। ২২।

" দূর-গত-ভাব-তরঙ্গ তাড়নে
সমুদায় তাহা বাসনা-বাতে।
অন্য-মনা ধনী বধির-শ্রবণে।
অধীর কাঁদিয়া ধরিল হাতে। ২৩।

" টানিয়া আনিয়া বসায়ে বিরলে,
নানা-মতে মন বুঝেছি তার।
বিনা ধনঞ্জয় এ মহীমণ্ডলে
কে পরে তাহার প্রণয়-হার? ২৪।

"মলিনতা করে হৃদয়ে আসন,
অবাক-বদনে না গলে মধু,
ক্ষুধা নিদ্রা কিছু, না রহে তখন,
এমনি দুরূহ বিরহ বঁধু! ২৫।
" সেই ভয়ানক বিরহ বারণ
নামিয়া হৃদয়-সরসে তার,
সুখ-সরোরুহ করিল দলন!
জীবন জিয়ান হইল ভার! ২৬।
"লাজ, ভয়, মান দূরে পরিহরি
খুলি বলি মোরে মনের কথা,
লয়ে আমা কত অনুনয় করি,
চলিল নূতন জামাতা যথা। ২৭।
"নিশীথ আঁধারে আবৃত আলয়
ভৈরব অন্তক আগার যেন
নিশাচরী সম নাহি মনে ভয়!
কামিনী করিল সাহস হেন! ২৮।
"বদ্ধ-দ্বার মম করের কৌশলে
খুলিল সহসা কোমল স্বরে,
চমকি বীরেন্দ্র স্বপন-বিহ্বলে,
জাগিয়া গাণ্ডীব লইলা করে! ২৯।

হেরি আচম্বিতে সে রূপ-মাধুরী
মনাক লোকনে কাঁপিল তনু!
ভাবিলা কি কোন দেবের চাতুরী।
অধোমুখে বীর ছাড়িলা ধনু। ৩০।

"কহিলা গম্ভীরে,—'কে তুমিকামিনী?
মায়াময়ী কোন দেবের নারী?
ঘোর তমীযোগে আহা একাকিনী।
ভ্রম কেন? কিছু বুঝিতে নারি। ৩১।

"'না জানি কি পাপে অধম-চরিতে,
সংশয়িলা বুঝি ত্রিদিব যত?
তাই তোমা, দেবি, প্রেরিলা মহীতে,
আগত সাপিনী শঙ্খিনী মত! ৩২।

"'যদি তুমি, দেবি, দেবেশ-মোহিনী,
শশিকলা আঁখি-অম্বর-তলে?
আশু হও অস্ত-অচল-গামিনী।
ত্রস্ত দাস অতি এ ছার ছলে! ৩৩।

"'অথবা যদ্যপি মানব-রমণী
মানবী দানবী দারুণ কাজে
রত, তবে ত্বরা পালাও এখনি।
নারীর কি এত সাহস সাজে? ৩৪।

"'রিপু-জয়ী আমি হৃদয়-শাসনে'
মদন-মস্তক বিনত সদা।
লোভ, মোহ আদি বাদীর-পীড়নে।
প্রবৃত্ত পরম জ্ঞানের গদা। ৩৫।

"'বন্ধু-বাসে অতি আনন্দ অন্তরে'
শুয়েছিল সিংহ গহ্বরে সুখে,
কুরঙ্গী কি হেতু কোন্ কার্য্য তরে,
উপনীত্ আসি তাহার মুখে? ৩৬।

"'জান না, চপলে! রাবণ-ভগিনী।
ভোগিল কু-আশে যাতনা যত?
দেখ কামী কামি পরের-কামিনী,
সবংশে সে মূঢ় হইল হত। ৩৭।

"'দূর হও, নহে এই ধনু দিয়া,'
টানিয়া গাণ্ডীব লইলা পুন,
'কটাক্ষে প্রচুর বিশিখ বর্ষিয়া
এখনি প্রলয় করিব শুন।' ৩৮।

"নিমিষে গাণ্ডীবে গুণ আরোপণ
করি, বীর দিলা টঙ্কার তায়!
হুঙ্কার-স্বননে পূরিল সদন!
শঙ্কায় সুন্দরী ফিরিল, হায়! ৩৯।

"লাজে মরি বঁধু! কহিতে সে সব
করে ধরি মোর কাঁদিল কত।
জীবন সংশয় করি অনুভব,
হইলাম তার সুহিতে-রত। ৪০।

"মদন-মোহিনী রতিরে আনিয়া,
দূরিতে যুবতী যাতনা যত,
দুকর ধরিয়া বিনয় করিয়া,
সুধিলাম তারে যুকতি কত। ৪১।

"সুবাসিত তৈল মন্ত্র-পূত করি
মাজিয়া তাহার অসিত কেশে
দিল সে; সিন্দূর ললাট উপরি,
পড়িয়া নয়নে কজ্জল শেষে। ৪২।

"পুনশ্চ মন্দিরে পশিলা সুন্দরী
রাজ ঋষি-বনে মেনকা যথা।
রৌদ্র-ভাব বীর আশু পরিহরি
নিজেই কহিলা কামনা কথা। ৪৩।

"যুকতিল কিবা দুজনে বিরলে,
বিদিত সকলি চরণে তব।
চিত-গামী তুমি এ মহীমণ্ডলে।
ইচ্ছার অধীন নিখিল ভব। ৪৪।

"কত বা তপস্যা করেছি বসিয়া
পুণ্যময় কোন তীরথ-তীরে।
তাই বিধি বুঝি সদয় হইয়া,
দিলেন মাণিক সাপিনী-শিরে। ৪৫।

"সেই হেতু প্রভু অধম কিঙ্করী
এই অনুরোধ চরণে করে,
সরলে সকল দোষ পরিহরি
দেহ স্বষা সেই সুন্দর-বরে। ৪৬।

"নিবার যাদব নিচয়ে এখনি
বৃথা কেন বাদ-বাসনা করে?
নর-নারায়ণ সেই গুণমণি।
বিজয়ী অমর, কিন্নর, নরে। ৪৭।

"তব তেজে সেই সদা তেজস্বান।
রবি-তেজে, মরি, সুধাংশু যেন,
ভুজ-বলে শম্ভু নাথ কম্পবান
আছে কার আহা শকতি হেন! ৪৮।

"ধর্ম্ম-সুত অতি ধার্ম্মিক ভূপতি;
ভীম-বাহু ভীম কালের মত;
আপনি শিক্ষিত; নকুল সুমতি;
সহদেব গুণ কহিব কত? ৪৯।

"মেদিনী সদনে দ্রুপদ-নন্দিনী
রমার প্রতিমা রমণী-মণি।
সুশীলা সুধীরা লোকানুরাগিণী
প্রিয়তা পীরিতি-রতন খনি। ৫০।

"বরারোহা বর-গুণ-বিভূষিতা
বিধি-বরে বর মনের মত।
হরের ঘরণী স্মরের বনিতা
পায়না স্বামীর সোহাগ অত। ৫১।

"মাতা কুন্তী রম্য রতন-গর্ভিণী
পদ্ম-রাগ-যোনি খনির সম।
অমরী নিশ্চয় মানব-রূপিণী
ধন্যা, তুমি কর সে পদে নম। ৫২।

"যার-কত-যুদ্ধ যশের কাহিনী
তুমি না আপনি বলেছ, হায়,
দিয়া উপহার আপন ভগিনী
কৃপা-বশে আশু তোষহ তায়। ৫৩।

"রাজ-বরে-বঁধু যারা পরিণীতা
সতিনী-যাতনা সবারি হয়।
গুণবতী সেই দ্রুপদ-দুহিতা
তার কাছে নাই সে সব ভয়। ৫৪।

" তব প্রিয়তমা সেই প্রেমবতী
মমতা-মোহন কুসুমলতা
তার-সহবাসে যাদব যুবতী
হবেনা হবেনা বিষাদ-গতা। ৫৫।

" সুযোধন সনে দারুণ কলহ
পাণ্ডবের বটে সতত হয়,
যদি ও তা দিগে বীতবল কহ
বল সেই বর বরণ্য নয়। ৫৬।

" তবু তুমি দেখ সহায় যাহার,
দীন-বন্ধু নাম জগতে গায়
তব বর-বলে কি ভয় তাহার
নিজে বীর-বর ডরে সে কায় ? ৫৭।

" দেব-অংশ সেই মানব-মূরতি,
বিমল কীরিতি কোমল-লতা
জগতে রোপণ করিতে সুমতি
উদিত, সুমতি সুকাজে রতা। ৫৮।

" নিবারো এখনি যত বীর-বরে
হানিতে স্বযায় শাণিত বাণ,
কি জানি এ পোড়া বিবাদ ভিতরে
বিনা-দোষে বালা হারায় প্রাণ।" ৫৯।

এতেক বলিয়া মাধব রমণী।
সত্য-ভামা দিলা বিদায় ধবে!
পাঞ্চজন্য শঙ্খ নাদিল তখন!
বিরতি-বচন বিদিত রবে। ৬০।
সে রবে খসিল লেখক-লেখনী
কল্পনার বাঁশী না বাজে আর!
অবসান হ্রদে ডুবিল তখনি
স্নেহের প্রতিমা কবিতা তার! ৬১।

সম্পূর্ণ।